www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৫ জ্যৈষ্ঠ – ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ ঃ ২০ মে – ২৬ মে, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 30, 20 May - 26 May, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সেলিব্রিটি বনবিবি
ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করে লালবাতি

খুলতে অস্বীকার এবং নানা প্ররোচনামূলক মন্তব্য করে খোদ টিপু সুলতান মসজিদের কর্তৃপক্ষের রোষের মুখে পড়েছেন ইমাম নূর-উর রহমান বরকতি। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ মসজিদের মর্যাদা ধুলোয় মেশাচ্ছেন বরকতি। এমনকি তাঁকে বহিষ্কার করা হলেও সরছেন না তিনি। পরে অবশ্য জোর করে খুলে ফেলা হয় বরকতির লালবাতি।

রবিবার : হতাশ পাকিস্তানের প্ররোচনা চলছে লাগাতার। এবার

জম্মুর রজৌরির নৌশেরা বেল্টে পাক সেনার গুলিতে প্রাণ গেল ২ নিরীহ গ্রামবাসীর। আহত আরও তিনজন।

সোমবার : পুরভোট দেখাল বাম আমলের নির্বাচন ভোলেনি

পশ্চিমবঙ্গ। যেখানে শাসক দলের জোর বেশি সেখানেই সন্ত্রাস চলল অবাধে। পুলিশ দর্শক। পাহাড়ের ৪টি পুরসভায় যখন আদর্শ ভোটের নজির তৈরি হল সেখানে সমতলের তিনটি পুরসভায় ভোট সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার নিল।

মঙ্গলবার : রাজ্যের সব স্কুলে বাংলা পড়তেই হবে। তাতে যদি

তিনটি ভাষা পড়তে হয় তাতেও পিছপা নয় সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই নীতি চালু থাকবে।

বুধবার : নানা কেলেঙ্কারির মামলায় দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী

পি চিদম্বরম, তাঁর ছেলে কার্তিক বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর দোসরদের বাড়িতে তল্লাশি করল আয়কর দফতর ও সিবিআই।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যের পক্ষে জোড়া সুখবর। কেন্দ্র ও

রাজ্যের মধ্যে তাজপুর বন্দর নিয়ে জটিলতা কেটে গিয়েছে। কেন্দ্রের অংশীদারি বাড়াতে রাজি হয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে গঙ্গাসাগরকে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে মুড়িগঙ্গার উপর সেতু তৈরিতে পুরো খরচা দেবে কেন্দ্র।

শুক্রবার : পাকিস্তানের মুখ পুড়ল আন্তর্জাতিক আদালতে।

কুলভূষণ যাদবের ফাঁসি আপাতত রদ হয়ে গেল এই আদালতে। এমনকি পাকিস্তানের অন্যায় প্রমাণ করতে ভারতের যাবতীয় অভিযোগ মান্যতা পেয়েছে আদালতে। দেশের মানুষ ভারতের পক্ষে সওয়াল করা এই আইনজীবী হরিশ সালভেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য অভিযান

বেআইনি নার্সিংহোমের তালিকা তৈরি

অরিন্দম রায়চৌধুরী : রীতিমতো মর্মান্তিক ও স্পর্শকাতর সংবাদের ইতিহাসে সাম্প্রতিক শিশুপাচার কান্ড একটি অন্যতম অধ্যায়। আর এই মর্মান্তিক পর্বের সূচনা হয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা থেকেই। এই কান্ডের জেরে, বেআইনি নার্সিংহোম ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, জেলার সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির তালিকা সংগ্রহের কাজ শেষ করল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন। জেলা শাসকের পক্ষ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ তালিকা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। কারণ, তাদের কাছে জেলার বৈধ নার্সিং হোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকা রয়েছে। সংগৃহীত তালিকা থেকে বৈধ সংস্থাগুলিকে বাদ দিলেই অবৈধ কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত হয়ে যাবে। এরপরই সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণ থেকে জানানো হয়েছে। রাজ্যের শিশুপাচার কান্ডের সূত্রপাত হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়ার সোহান নার্সিং হোম থেকে। যার তদন্তে নেমে রাজ্য, দেশ এমনকি বিদেশ পর্যন্ত এই চক্রের জাল খুঁজে পেয়েছেন। সোহান নার্সিং হোমের ঘটনা সামনে আসার পরই জেলায় কতগুলি বেআইনি নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, সেই তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার ভিলেজ লেভেল কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে বলা হয়েছিল, নিজের এলাকায় যতগুলি নার্সিং হোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এমনকি হোম চলছে, সেগুলির তালিকা তৈরি করতে। দিন কয়েক আগে তারা সেই তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা
ব্যবস্থা শীঘ্রই

সম্প্রতি এবিষয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসক অন্তরা আচার্য এক জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে জেলার স্বাস্থ্য দফতর, সমাজকল্যাণ দফতরের আধিবাসীরা ছিলেন। তাঁরাই সংগৃহীত নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হোমের তালিকা খতিয়ে দেখছেন। জেলা শাসক বলেন 'বেআইনি নার্সিং হোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিকে প্রথমেই সিল করা হবে। তারপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'জেলা প্রশাসন বৈধ হোমগুলির একটি ডেটাবেস তৈরি করেছে। তাতে যে সমস্ত হোমগুলির নাম নেই, তাদের শো-কজ করা হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

নার্সিংহোম বন্ধ সমস্যায় মানুষ

কুনাল মালিক : গত তিনদিন ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৬৩টি নার্সিংহোম বন্ধ থাকায় জেলার হাজার হাজার রোগী এবং তাদের পরিবার চরম সমস্যায় পড়েছেন। তিন দিনে প্রায় ১০০০ জন রোগীকে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমনকি নোদাখালি ও ফলতা থানা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলার নার্সিংহোমগুলোতে এভাবেই চলছে অভিযান।

এলাকায় নার্সিংহোমে দুজন অসুস্থ মানুষ ভর্তি হতে না পারায় পথিমধ্যে মারা গিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করে জেলার নার্সিংহোম গুলি তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করে দিল কেন?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা নার্সিংহোম ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ জাহির ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন—

আমরা রাজ্য সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে কিছু কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা রাজ্যের নার্সিংহোম ও প্রাইভেট হসপিটালের মালিকগণ ভীষণ সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

নার্সিং হোমের ভুল চিকিৎসায় জীবনসঙ্কটে আসমা বিবি

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: আবারও কাঠগড়ায় বেসরকারি নার্সিংহোম। ভুল চিকিৎসার জেরে মৃত্যু-পথে এক অভাবী পরিবারের বধূ। রোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করল জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক। বধূর ক্ষত দিয়ে বেরিয়ে আসছে শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জীবন সঙ্কটে ওই বধূ। জমি, সোনা বেচে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে আতান্তরে অভাবী পরিবার। এই অবস্থায় সরকারি হাসপাতালও বধূকে ভর্তি নিতে রাজি হয়নি। বধূর পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় ও ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'একটি তদন্ত কমিটি তৈরি হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অভিযুক্ত নার্সিংহোমের মালিক অনুপ মন্ডল নিজেকে চিকিৎসক বলে পরিচয় দেন। অথচ কোনও মেডিক্যাল ডিগ্রি নেই। পরিকাঠামো নিয়েও প্রচুর অভিযোগ আছে। অভিযোগ প্রসঙ্গে নার্সিংহোমের মালিক অনুপ মন্ডল

বলেন, 'ওই রোগীর পরিবারের সম্মতি নিয়ে দু'বার অপারেশন করা হয়েছে।'

পারুলিয়া কোস্টাল থানার কামারপোলের বাসিন্দা আসমা বিবি গত ২৩ মার্চ পেটে ব্যথা ও মলত্যাগের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের 'সুস্থ নার্সিংহোমে'। ভর্তির কয়েকদিনের মাথায় আসমার অপারেশন করেন নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা। অপারেশনের পর এক মাস ভর্তি ছিলেন আসমা। কিন্তু এক মাসেও আসমার অপারেশনের ক্ষত শুকোয় নি। কিন্তু নার্সিংহোম আসমাকে ছুটি নিতে বাধ্য করেন বলে অভিযোগ। ২০ এপ্রিল বাড়ি ফেরার ৩ দিনের মাথায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন আসমা। পুনরায় অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেয় নার্সিংহোম। দ্বিতীয়বার অপারেশন হয় আসবার। কিন্তু আসমার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ক্রমে অপারেশনে বড় ক্ষত তৈরি হতে থাকে। এই অবস্থায় গত ৫ মে আসমাকে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। আসমার আত্মীয়রা প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালে যান ভর্তির জন্য। কিন্তু ভর্তি নিতে রাজি হয়নি এসএসকেএম। পরে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে গেলে আসমাকে দেখে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, ভুল চিকিৎসা হয়েছে। এই রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব নয়। আসমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন বাড়ির লোকজন। এখন আসমার অপারেশনের কাটা অংশে বড় ক্ষত তৈরি হয়েছে। চারিদিকে পচন ধরেছে। শরীরের ভেতরে বেশ কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন সবসময় অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে শয্যাশায়ী ৫ সন্তানের মা আসমা। স্বামী আবদুল হান্নান গায়ের পেশায় দর্জি। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে চাষের জমি, সোনার গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। তারপরেও বছর আটত্রিশের আসমার মৃত্যুর প্রহর গুনতে হচ্ছে পরিবারকে।

সিল করা হল ৩টি নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বাসন্তীর সোনাখালিতে ২টি নার্সিংহোম সিল করে দেয়। ক্যানিং মহকুমা শাসক, অদিতি চৌধুরী, মহকুমা অ্যাসিসটেন্ট চিফ মেডিকেল অফিসার ইন্দ্রনীল সরকার, বাসন্তীর বিএমওএইচ রামকৃষ্ণ মন্ডল, পুলিশবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু নার্সিংহোমের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়। এদের মধ্যে গড়মিল মেলে সোনাখালি সোনালী সেবা কেন্দ্র ও মুন লাইট নার্সিং হোমে। সিল করে দেওয়া হয় এই দুটি নার্সিং হোমকে। অভিযানের খবর পেয়ে দুটি নার্সিং হোমের মালিক পালিয়ে যান। নার্সিং হোম দুটি থেকে বেশ কিছু রোগীকে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় ক্যানিং থানার ক্যানিং ১ বিডিও কিংশুক চন্দ অ্যাসিসট্যান্ট চিফ মেডিকেল ইন্দ্রনীল সরকার, ওসি আশিস দাস, পুলিশবাহিনী অভিযান চালিয়ে অবৈধ আরোগ্য নিকেতন নার্সিংহোমটি সিল করে দেন।

তিনের পাতায়

প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে অবাধে চলছে বেআইনি মাটি কাটা শাসনে।

আমরা দুঃখিত

একেবারে শেষ মুহূর্তে গত ১২ মে শুক্রবার হঠাৎই আলিপুর বার্তা দফতরে স্তব্ধ হয়ে গেল কম্পিউটার পরিষেবা। পুরো সিস্টেম অন্ধকারে। ক্র্যাক করে গেল হার্ড ডিস্ক। ইঞ্জিনিয়ারদের শত চেষ্টাতেও স্বাভাবিক হল না পরিস্থিতি। ফলে গত সংখ্যার আলিপুর বার্তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। আশাকরি সমস্ত গ্রাহক, পাঠক, বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন দাতারা আমাদের পাশে থাকবেন।

প্রকাশক

নয়া আইনকে সমর্থন রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস অত্যাধুনিক ১০০ শয্যার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ওটি এবং ইন্ডোর ও ডায়গোনেটিক পরিষেবার উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাষ্ট্রপতি মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন,

মুখ্যমন্ত্রী অনেক কাজ করেছেন। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে। সম্প্রতি বেসরকারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আনতে মুখ্যমন্ত্রী যে নয়া আইন এনেছেন, তাঁকেও সমর্থন করেন রাষ্ট্রপতি। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে চিকিৎসক নিগ্রহ ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে যে ভাঙচুর হচ্ছে, তারও সমালোচনা করেন রাষ্ট্রপতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, চিকিৎসা ব্যবসা নয়, চিকিৎসা করতে হবে সেবার মনোভাব নিয়ে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হল বারুইপুর। অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতিই মৃত্যুর কারণ। মৃতা মধুমিতা মন্ডল বারুইপুর উত্তর ভাগ বাজার এলাকার বাসিন্দা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বারুইপুর থানা থেকে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। মৃতার পরিজনেরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হাসপাতাল চত্তরে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক বিক্ষোভ চলে চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে। অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অভিযুক্ত চিকিৎসক পাপিয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃতার পরিবারের লোকজনেরা।

পূজালি তৃণমূলের দখলেই

জয়ী দুই বিজেপি প্রার্থী কি তৃণমূলে ভিড়বেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির খবরের শিরোনামে উঠে আসা পূজালি পুরসভা তৃণমূলের দখলেই থাকল। তবে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ '১৬টা আসনই তৃণমূলের চাই'— কার্যতঃ 'ফ্লপ' করল। কারণ বিজেপি দুটি ওয়ার্ডে জিতে পূজালিতে পদ্ম চাষ শুরু করে দিল। কংগ্রেসের ১ জন আর নির্দলের একজন জয়ের পরেই মূল তৃণমূলের স্রোতে মিশে গিয়েছে। চারবারের 'অভিজ্ঞ' প্রবীন ফজলুল হক আবারও ছক্কা হাঁকিয়েছেন। ভোটের দিন বাইক বাহিনীর দাপাদাপি, বোম আর বন্দুকের আস্ফালন পূজালির মানুষ ভালো চোখে নেয়নি। শান্তি প্রিয় মানুষ 'বিরক্ত' হয়েছেন। সূত্রের খবর তৃণমূলের অনেক পুরনো দিনের নেতারা চাইছেন ভোটের দিন যে সন্ত্রাস চললো, তার পিছনে কারা ছিল, তা তদন্ত করে দল থেকে তাদের তাড়ানো হোক। সূত্রের খবর খুব শীঘ্রই পূজালির তৃণমূলের সাংগঠনিক পদের বেশ কিছু রদ বদল ঘটানো হবে। ইতিমধ্যেই এক যুব নেতার পদ চলে গিয়েছে এমনই সূত্রের খবর। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এতদিন পর পূজালির আসল রহস্য বুঝতে পেরেছেন। সূত্রের খবর ফজলুল হকই আবার চেয়ারম্যান হতে চলেছেন। পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা প্রার্থী জেতায় যদি পুর আইনে মহিলা চেয়ারপার্সন হন, তাহলেও তিনি ফজলুল হক শিবিরেরই প্রার্থী হবেন। বিজেপির দুই জয়ী প্রার্থী রুম্পা ঘোড়ুই ও চিন্ময় বাড়ুইকে গতকাল বিজেপির রাজ্য দফতরে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ পুষ্প স্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে ওই দুই বিজেপি জয়ী প্রার্থীকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দলে যোগদান করাতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে। এখন দেখার ডোমকলের মতো পূজালিও বিরোধী শূন্য হয় কিনা। বিজেপি সূত্রের খবর কোনও প্রলোভনের কাছে তাদের জয়ী প্রার্থীরা নতি স্বীকার করবে না।

ব্যাক স্ট্রোক
ওঙ্কার মিত্র

সমতলের পুরভোট পিছিয়ে দিল রাজ্যকে

ফের পিছন দিকে আরও একটা লাফ। এমনিতে অর্থনৈতিক টানাটানি আর রাজনৈতিক অস্থিরতায় খাদের কিনারে পশ্চিমবঙ্গ। সমতলের পুরভোট যে ধাক্কা দিল তা সামলে ঘুরে দাঁড়ানো বেশ দুষ্কর বলেই মনে করছেন অর্থ বিশেষজ্ঞরা। বাম আমলে ঠিক একই কারণে ফিরে আসা তো দূরের কথা মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছে লগ্নি। সেই একই স্মৃতি দিনভর তাড়া করে বেড়ালো রাজ্যবাসীকে গত রবিবার পুরভোটের দিন। ৭ পুরসভার ভোট। ৪টি পাহাড়ে ৩টি সমতলে। চরিত্রে একেবারে আড়াআড়িভাবে দুভাগ। পাহাড়ে যেখানে শাসকদলের জোর কম সেখানে গণতন্ত্র বহাল তবিয়তে ফুল ফোটালো। আর যেখানে শাসকদলের বাহুবল বেশি সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে রক্তাক্ত হল ভারতীয় গণতন্ত্রের শরীর। সৌজন্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সম্ভবত কমিশনার সাহেবের অবসর জীবনে কলঙ্কময় অতীত হয়ে থাকবে এটি। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে কে? বুদ্ধবাবু না মমতাদেবী। ধন্দে পড়ে গিয়েছিল রাজ্যবাসী। ভাবতেই পারছে না যে মমতা বদলা নয় বদল চাই-এর শ্লোগান দেন তাঁর আমলে ফের বেরিয়ে পড়েছে তারা যাদের তিনি হার্মাদ বলে গাল পাড়তেন! আতঙ্ক কাটিয়ে রাজ্যবাসী

বুঝতে পারল অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ছয় বছরে ওই হার্মাদরাই এখন হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

যাক! এসব তো গেল রাজনীতির কথা। অর্থনীতির কারিগরদের সাফ কথা এই দারিদ্রের বাজারে এত বিপুল পয়সা খরচ করে রাজ্যের ইমেজকে ক্ষতবিক্ষত করার কোনও যুক্তি নেই। পুরভোটের কল্যাণে যে ছবি দিনভর প্রচারিত হল তাতে লগ্নিকারীরা এ রাজ্য থেকে শত যোজন দূরে থাকবেন বলা বাহুল্য। বিশ্ব বাংলা, শিল্প সামিটের কফিনে ভালো করে পেরেক ঠুকে দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মুখে গামছা বা কালো কাপড়, লুঙ্গি, পায়ে চটি, হাতে বন্দুক, বোমা দেখে নিশ্চয়ই কোনও লগ্নিকারী এসে বলবেন না আমি এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চাই। শাসক দলের যেসব নেতারা সব পুরসভা দখল করবেন বলে দুহাত তুলে নাচছেন তারা যে আসলে মরণ যাত্রায় হরিনাম সংকীর্তন দল তা তারা বুঝতে পারছেন না। বিরোধী শূন্য করার এই যাত্রা যে আসলে শেষ হবে চিতাতে গিয়ে এটা বুঝতে সম্ভবত আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

ছবি: অরুণ লোধ

শেয়ার বাজার নিয়ে চিন্তিত ভারতীয় লগ্নিকারীরা

পার্থসারথি গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজারের স্তম্ভ নিফটি এখন ৯৫০০–র ওপর দাঁড়িয়ে। তাছাড়াও নিফটি ৯ হাজারের ওপর গত ২ মাস ধরে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে। অর্থ বাজারের ইতিহাসে কোনওদিন কেউ মাতব্বরি করে চলে যাবে তা আজ পর্যন্ত হয়নি। এমনিতে ভারতীয় সূচক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদেশিদের অবদান বিশালাকার লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু কখনই তা বাজারের কর্তৃত্ব দখল করতে পারেনি। কারণ পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে এই বিদেশিদের হাত ধরেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল, লগ্নি এখানে কখনই স্থায়ী নয়। বিদেশিদের ভূমিকা এখানে অনেকটা পরিযায়ী পাখির মতো। যখন কোথাও তাঁরা জুড়ে বসেন তখন তা ফুলেফেঁপে উঠলেও আবার নিচে আসতেও তা সময় নেয় না। এঁরা খানিকটা উদ্দীপকের সঞ্চালনা করে থাকেন। যা বাজারের ওঠাপড়ার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। এবার দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজার বাড়েই বা কেন, আর পতনের পিছনেই বা এমন কী কারণ থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা উঠে আসে তাহল ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সর্বোপরি বাজারে চাহিদা গড়ে ওঠা। আবার পতনের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো দিকটাই সংগঠিত হয়ে থাকে।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা

অর্থনীতি

খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

তা সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে মাতব্বরি অব্যাহত এক অদ্ভুত দোলাচলের আবহ। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ কামাল করার চেষ্টা করেন আগমার্কা ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে। তবে তা যদি ভিত্তিহীন হয়ে তবে এই অর্থ বাজারের চোরাস্রোতে খড়কুটোর মতো উড়ে যেতেও সময় নেয় না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ মে – ২৬ মে, ২০১৭

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ‘কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন, ২০১৭’র মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কয়েকশো গ্র্যাজয়েট তরুণ–তরুণী নেওয়া হবে। বিভিন্ন পদে নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ‘কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন, ২০১৭’–র মাধ্যমে। চার পর্যায়ে প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার–১) নেওয়া হবে ১ থেকে ২০ আগস্ট, কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার–২) ১০ ও ১১ নভেম্বর, ডেস্ক্রিপ্টিভ প্রশ্নোত্তর (টিয়ার–৩) ২১ জানুয়ারি, ২০১৮ এবং কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট/স্কিল টেস্ট (টিয়ার–৪) পরীক্ষাটি হবে ২০১৮–র ফেব্রুয়ারি মাসে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ, অফিস ও ক্যাডারে এইসব গ্রুপ ‘বি’ ও ‘সি’ পদে (বন্ধনীতে দফতর) : গ্রুপ ‘বি’– অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার (ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার (ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার, (ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (মিনিস্ট্রি অব রেলওয়ে), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (এয়ারফোর্স হেড কোয়াটার্স), বিবিধ মন্ত্রক, দফতর ও প্রতিষ্ঠানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট/সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইনস্পেক্টর–সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সইজ অ্যান্ড কাস্টমস), ইনস্পেক্টর–প্রিভেন্টিভ অফিসার (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), ইনস্পেক্টর–এক্সামিনার (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার (ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট), সাব–ইন্সপেক্টর (সিবিআই), ইন্সপেক্টর–পোস্টস (ডিপার্টমেন্ট অব পোস্টস), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ক্যাগ–এর অধীনস্থ অফিসে), ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স), সাব ইনস্পেক্টর (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি), জুনিয়ার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার (স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন)। গ্রুপ ‘সি’— ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস), অডিটর (ক্যাগ–এর অধীনস্থ অফিসে), অডিটর (কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স অ্যাকাউন্টসের অধীনস্থ অফিসে), অন্যান্য মন্ত্রক ও দফতরে অডিটর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট/জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ক্যাগ–এর অধীনস্থ অফিসসহ অন্যান্য মন্ত্রক ও দফতরে), সিনিয়র সেক্রেটারিয়েটে অ্যাসিস্ট্যান্ট/আপার ডিভিশন ক্লার্ক (সিএনসিএস ক্যাডার ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারি বিবিধ মন্ত্রক ও অফিসে), ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস), ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস), ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস), সাব ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স)।

দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ইনস্পেক্টর (পোস্টস), অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার, সাব–ইনস্পেক্টর (সি বিআই এবং এন আইএ), সাব–ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স) এবং ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স) পদে বিবেচিত হবে না।

বেতনক্রম : গ্রুপ ‘বি’–র সমস্ত পদ এবং ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস) পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,২০০ থেকে ৪,৮০০ টাকা পদ অনুসারে। ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস) পদটি ছাড়া গ্রুপ ‘সি’–র সমস্ত পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সেই সঙ্গে গ্রেড পে ২,৪০০ থেকে ২,৮০০ টাকা পদ অনুসারে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার পদের ক্ষেত্রে স্নাতক। সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত যে–কোনও একটি যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার : চাটার্ডঅ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি, এম কম, বিজনেস স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, এমবিএ (ফনান্স), বিজনেস ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্কে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে অথবা স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে স্ট্যাটিক্সে পড়ে থাকতে হবে।

অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস) পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কম্পিউটারের দক্ষতা থাকতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষ আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ১ আগস্টের মধ্যে ফাইনাল রেজাল্ট হাতে পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–৮–২০১৭ তারিখে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো–সহ বিভিন্ন দফতর ও মন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার, অ্যাস্টিন্ট/সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইন্সপেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সে), অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার, ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সাব ইনস্পেক্টর (এনআইএ) পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস, মিনিস্ট্রি অব রেলওয়ে, মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টার্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সাব–ইন্সপেক্টর (সিবিআই) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, জুনিয়র স্ট্যাসিস্টিক্যাল অফিসার (স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন) পদের ক্ষেত্রে ৩২ বছরের মধ্যে, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল

কাজের খবর

বোর্ড অব এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি সব ক’টি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বয়সে তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ (তফসিলি প্রতিবন্ধীরা ১৫, ওবিসি প্রতিবন্দীরা ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। গ্রুপ ‘সি’ পদগুলির ক্ষেত্রে বিধবা, আইনত স্বামী বিচ্ছিন্ন ও বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে ৩৫ বছর (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮ বছর) বয়স পর্যন্ত আবেদন পরতে পারবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এক্সামিনার, প্রিভেন্টিভ অফিসার) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব–ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে : উচ্চতর ১৫৭.৫ সেমি, বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি। তফসিলি উপজাতি ও গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৫২ সেমি। ওজন ৪৮ কেজি। তফসিলি উপজাতি ও গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতা এবং ওজনে যথাক্রমে ২.৫ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

সিবিআইয়ের সাব–ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি : ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫০ সেমি। উভয়ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে সাব–ইন্সপেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৭০ সেমি। বুকের ছাতি : ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১০০ সেমি। উভয়ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন।

দৃষ্টিশক্তি : সিবি আইয়ের সাব ইনস্পেক্টর এবং ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া বা চশমাসহ দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে এক চোখে ০.৬ এবং অন্য চোখে ০.৮।

পরীক্ষা হবে পশ্চিমবঙ্গের এইসব কেন্দ্রে (ব্র্যাকেটে সেন্টার কোড নম্বর) : কলকাতা (৪৪১০), বারাসাত (৪৪০২), বহরমপুর (৪৪০৩), চুঁচুড়া (৪৪০৫), জলপাইগুড়ি (৪৪০৮), মালদা (৪৪১২), মেদিনীপুর (৪৪১৩), শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার–১)–এ অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবেন। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার–২)–এ অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফিনান্স ও ইকনমিক্স। প্রতিটি পেপারে নম্বর ২০০। সময় ২ ঘন্টা। দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা ৪০ মিনিট করে বেশি সময় পাবেন। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে।

ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স) পদের ক্ষেত্রে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট হবে। প্রার্থীর ঘন্টায় ৮,০০০ কি ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকতে হবে।

ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এক্সামিনার, প্রিভেন্টিভ অফিসার) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব–ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে ১৫ মিনিটে ১,৬০০ মিটার হাঁটা, ৩০ মিনিটে ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং। মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকবে ২০ মিনিটে ১ কিলোমিটার হাঁটা, ২৫ মিনিটে ৩ কিলোমিটার সাইক্লিং।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে : www.ssc.nic.in বা www.ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। ১৬ জুন পর্যন্ত অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জেপিজি ফর্ম্যাটে ৩০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। চালানের মাধ্যমে নগদে ফি জমা দিতে পারেন। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অথবা অনলাইনে এসবিআই নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার রসিদে ট্রানজ্যাকশন আইডি আছে কি না দেখে নেবেন। এটি অনলাইন ফর্ম পূরণের সময় কাজে লাগবে। ফি জমা দেওয়ার রসিদ নিজের কাছে রেখে দেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। পরে প্রয়োজন হতে পারে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট দিয়ে নেবেন। এটি পরে প্রয়োজন হবে।

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের আঞ্চলিক ঠিকানা : Staff Selection Commission, 1st MSO Building, (8th Floor), 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal–700 020.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৩০

১	■	২		৩			৪
	■		■		■	■	
৫	৬	■	৭			৮	■
■	৯			■	■	১০	
১১		■	■	১২			■
■	১৩		১৪		■	১৫	১৬
১৭	■	■		■	১৮	■	
১৯						■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ৫। সূর্য ৭। চাকচিক্য ৯। পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ ১০। ব্যর্থ, পন্ড ১১। কর্তব্যে অবহেলা ১২। মুড়ির সাথে ভাল জমে ১৩। নির্বিঘ্ন ১৫। সিদ্ধ, হাসিল ১৯। যে কোনো রকম, সাধারণ।

উপর–নীচ

১। প্রধানত ভয়ংকর জলচর সরীসৃপ ২। ক্লান্ত, হয়রান ৩। যে দেওয়ায় ৪। ‘একে কুহু যামিনী, — কুলকামিনী’ ৬। বেচাকেনা ৭। হৃদয়, মন ৮। ন্যায়বিচার ১২। ছাড়, বাক্য ১৪। প্রদীপের সলতে ১৬। যা চাষীর প্রাপ্য ১৭। যারা ১৮। এটা খুলেই তো শোনেন।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৯

পাশাপাশি : ১। আত্মা ২। ভাসাভাসা ৪। পল্লব ৫। নাই ৭। গদি ৮। নকশা ১০। কদম্ব ১১। সাকি ১২। রস ১৫। মক্তব ১৬। ভাগিনেয় ১৭। মন্ত্র।

উপর–নীচ : ১। আনুষ্ঠানিক ২। ভাবনা ৩। সাধু ৪। পয়গম্বর ৬। ইনকিলাব ৯। শাসনতন্ত্র ১৩। সময় ১৪। সুভা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

চেয়ার ভেঙে পর্যটকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বকখালি : একসময় বকখালি সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কংক্রিটের চেয়ার। কিন্তু নিয়মিত মেরামতি না হওয়ায় পরিত্যক্ত চেয়ারের চাঙড় খসে মৃত্যু হল পর্যটক পিন্টু হালদারের (২৩)। বারুইপুরের পশ্চিম মল্লিকপুরের বাসিন্দা পিন্টু। শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বকখালিতে। পর্যটকের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত চেয়ারগুলি কেন ভেঙে ফেলা হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার পর জখম পিন্টুর চিকিৎসায় গাফিলতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে স্থানীয় মানুষেরা ফ্রেজারগঞ্জ হাসপাতালে সাময়িকভাবে বিক্ষোভ দেখায়।

বকখালি

স্থানীয় বাসিন্দারা ও সিভিক ভলান্টিয়াররা ফ্রেজারগঞ্জ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। পরে নিয়ে যাওয়া হয় নামখানা ব্লক হাসপাতালে। সেখানে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা পিন্টুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গত বৃহস্পতিবার পিন্টু একাই বকখালি আসেন। এদিন সকালে স্নান করার পর ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে একটি কংক্রিটের চেয়ারে বসেছিলেন পিন্টু। সেইসময় হঠাৎ করে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে চেয়ারের সিমেন্টের ছাউনি। চাঙড় খসে পড়ায় চাপা পড়ে যান পিন্টু। অকস্মাৎ এই ঘটনায় হতচকিত অন্য পর্যটকরা এসে পিন্টুকে ভাঙা চাঙরের ভেতর থেকে উদ্ধার করেন। সাহায্যে এগিয়ে আসেন সমুদ্র সৈকতে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়াররা। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি বলেন, 'বকখালির কিছু কংক্রিটের চেয়ার পরিত্যক্ত আছে। সেগুলি দ্রুত ভেঙে ফেলা হবে। আর কিছু চেয়ার প্রয়োজনমত মেরামত করে নেওয়া হবে।'

বকখালির অন্যান্য পর্যটকদের বক্তব্য যথা পূর্বং তথা পরং। বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও রাজ্যে পর্যটনের জন্য কিছুই করেনি বামফ্রন্ট সরকার। পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটন নিয়ে নানা স্বপ্নের কথা শোনালেও বকখালি তার বাইরেই রয়ে গিয়েছে। এর আগেও বকখালির পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তার সমাধান যে আজও হয়নি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পিন্টু।

মশা রোধে পুকুর সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা : গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত, সারা বছর যাবৎ কলকাতা পুর এলাকাস্থিত পুকুর ও জলাশয়গুলির সংস্কারের দায়িত্বে রয়েছে পুর 'প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে'র (পিএমইউ) কর্মী ও আধিকারিক বৃন্দ। কিন্তু তারা একাজে একরকম ব্যর্থ হওয়ায় পুর স্বাস্থ্য দফতর বাধ্য হয়ে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডের পুকুর ও জলাভূমিগুলি সারা বছর যাবৎ সংস্কারের দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পুর স্বাস্থ্য দফতর একটি ওয়ার্ডে একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়তে ও মশার উৎস কেন্দ্র ধ্বংস করতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করছে। স্বাস্থ্যবিভাগের এই উদ্যোগ অবশ্যই সময়োচিত কিন্তু পিএমইউ কর্মী ও আধিকারিকরা কেন ব্যর্থ হল তার কৈফিয়ৎ কে দেবে সে ব্যাপারে সবাই নির্বিকার। এমনকী ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখা হবে কি না সে উত্তরও পাওয়া গেল না।

অবাধে চলছে বেআইনি মাটি কাটা, প্রশাসন অন্ধকারে

কল্যাণ চৌধুরী : আলিপুর বার্তা সহ স্থানীয় কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে উত্তর চব্বিশ পরগনার শাসনে অবাধে মাটি কাটার খবর প্রকাশিত হয়। এরপর টনক নড়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের। পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়। পুলিশ প্রশাসনের অভিযোগের পর কয়েকটা দিন বারাসত–২ ব্লকের শাসন–খড়িবাড়ি এলাকার কৃষিজমি থেকে বেআইনিভাবে এই মাটি কাটা বন্ধ ছিল। কিন্তু তারপর আবার শুরু হয় মাটি মাফিয়াদের এই অবাধ মাটি লুঠের দৌরাত্ম্য। এবার তারা সময়টাই বদলে ফেলেছে। বড় বড় যন্ত্র এনে সেই কাজ শুরু হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে। চলছে রাতভর। কৃষি জমি থেকে এই অবৈধ মাটি কাটায় প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাটি মাফিয়াদের এই মাটি লুঠের প্রক্রিয়া শুরু করেছে রমরমিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, দিনের বেলা দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। সন্ধ্যা নামতেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মাটিকাটা। এজন্যে কিছু ক্ষেত্রে হুকিং করে বিদ্যুতের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ৬০–৭০টি ট্রাকে প্রতিদিন সেই মাটি চলে যাচ্ছে ইঁটভাটা বা নিচু জমি ভরাটের কাজে। গভীর রাতে ট্রাকের যাতায়াতে ঘুম নষ্ট হচ্ছে গ্রামাবসীদের। কৃষিজমির মাটি কাটা যায় না বলে আগেই জানিয়েছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। শাসন–খড়িবাড়ি এলাকায় মাটি মাফিয়াদের কথা জানতে পেরে কয়েকদিন আগে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। বাজেয়াপ্ত হয় ২০টিরও বেশি মাটি কাটার যন্ত্র, আটক হয় কিছু ট্রাক। এই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় প্রায় জনা পনেরো মাটি কারবারিকে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এরপরে এক ছটাকও মাটি কাটা হলে দোষীকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হবে বলে। সকস্ত আবার রাতের অন্ধকারে মাটি কাটা শুরু হয়েছে। শাসন থানার প্রায় ৫০০মিটার দূরে পাকদহে গোলাবাড়ি–আমিনপুর রোডের পাশেই চলছে এই কাজ। দুগদিয়া মোড়েও একই ছবি। দুপুরে সেখানে দেখা গেল যেখানে মাটি কাটা হচ্ছে, সেখানেই রাখা রয়েছে মাটি কাটার যন্ত্র। আমিনপুর রোডে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাক। অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) অবশ্য জানিয়েছেন পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু পুলিশেরই একটি অংশ মনে করেছে, যে ব্যবসায় ৫০–৬০ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়, তা সহজে বন্ধ করা যাবে না। এই পুলিশ কর্মীরা মানছেন, যে মাটি মাফিয়াদের নামে আগে এফআইআর হয়েছিল, তারা এতটাই প্রভাবশালী যে আজও গ্রেফতার হয়নি। তারাই বুক ফুলিয়ে এ কাজ করছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশের একাংশও এই কাজে মদত দিচ্ছে। তাই মাটি কাটা বন্ধ হচ্ছে না।

বিষ রঙে স্নান করানো সবজির রমরমা বাজার

সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি স্বপ্নের প্রকল্পের মধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প হল 'খাদ্যসাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি আলু সহ বিভিন্ন তরিতরকারিতে এলামাটি, রঙ ইত্যাদি মেশানোয় সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছে একশ্রেণির অসাধু কারবারি। আনাজপাতিকে তরতাজা দেখাতে বিষ রঙে স্নান করিয়ে সেগুলিকে আনা হচ্ছে খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে। বড় মাপের ড্রামের মধ্যে নীলচে সবুজ জল। ঝুড়ি ভর্তি পটল, উচ্ছে, কাঁকরোল ইত্যাদি এনে ঢালা হচ্ছে ওই ড্রামে। সেখানে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পরে সেই আজান পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। অভিযোগ, ওই ড্রামের জলে মেশানো রয়েছে তুঁতে। যা খেলে, মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আর এভাবেই টাটকা হয়ে যাচ্ছে বাসী আনাজ। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগা, বাগদা, গাইঘাটা, গোপালনগর, হাবড়া, অশোক নগর, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর সহ সব হাটে গেলেই কমবেশি চোখে পড়বে এই জিনিস। এই দৃশ্য বেশি দেখা যায় হাটবারে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বড় রাস্তার পাশেই প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে এই অবৈধ কারবার। টাটকা ভেবে আনাজ খেয়ে ক্ষতি হচ্ছে মানুষের। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তুঁতে মেশানো আনাজ খেলে মানুষের লিভারজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে দেরিতে হলেও, এই জিনিস বন্ধ করতে প্রচার শুরু করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ। বনগাঁ মহকুমা সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তুঁতে মেশানো আনাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে লাগানো হয়েছে ফ্লেক্স। বনগাঁর এসডিপিও অনিল রায় বলেন, 'বনগাঁ মহকুমায় ইতিমধ্যেই ৩০টি ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। আবেদন করা হয়েছে, আনাজে অস্বাস্থ্যকর রঙ মেশাবেন না এবং রঙ মেশানো খাবার কেনাবেচা করবেন না।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চাষিরা আনাজ বিক্রি করেন ব্যবসায়ীদের।

তারপর ব্যবসায়ীরাই তুঁতে মেশানো জলে ওই আনাজ ডুবিয়ে রাখেন। তাদের দাবি, যে আনাজ দূরে পাঠাতে হয়, মূলত সেগুলিতেই তুঁতে কিম্বা রঙ মেশানো হয়। না হলে সেগুলি পচে যায় অথবা শুকিয়ে যায়। তাই তুঁতে মেশানো ছাড়া উপায় নেই।

পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই দেগঙ্গা, গোপালনগর, বাগদা, এলাকা থেকে আনাজে রঙ মেশানোর অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলাও রুজু হয়েছে। এ সত্ত্বেও আনাজে রঙ মেশানোর প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তুঁতে না মেশালে আনাজের দাম মিলবে না। তাই গোপনে এই কাজ চলবেই। তবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি আমরা মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উপরে জোর দিয়েছি। আনাজে তুঁতে অথবা অন্যান্য ক্ষতিকর রঙ মেশানোর বিরুদ্ধে জেলার সব জায়গায় এই অভিযান চলবে।'

ডায়মন্ড হারবারের বিক্ষোভে বাস মালিক ও শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার : বেআইনি যান বন্ধের দাবিতে জেলা অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহন দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন ডায়মন্ড হারবার–রায়দিঘির মধ্যে চলাচলকারী এম–১০ রুটের বাস মালিক ও শ্রমিকরা। সোমবার এই বিক্ষোভের জেরে দফতরের ঢোকার গেট আটকে যায়। দফতরে ঢুকতে গিয়ে আটকে পড়েন দফতরের আধিকারিক অঞ্জন মিত্র। এদিনের বিক্ষোভে রুটের ৪০টির বেশি বাসও দফতরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভের জেরে সাময়িকভাবে উত্তেজনা তৈরি হয়। ডায়মন্ড হারবার থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টা দেড়েক চলে এদিনের বিক্ষোভ। পরে ডায়মন্ড হারবার থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টা দেড়েক চলে এদিনের বিক্ষোভ।

পরে ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু ও পরিবহন দফতরের আধিকারিক অঞ্জন মিত্র বেআইনি যান বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বিক্ষোভ ওঠে। দুপুরে বাস মালিক ও মহকুমা প্রশাসনের বৈঠক হয়। সেই বৈঠক থেকে বেআইনি যান বন্ধে অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। রুটের মালিক ইউনিয়নের সম্পাদক রইচ মোল্লা বলেন, 'এই রুটে বেআইনি যানের জেরে বাস মালিকদের প্রচুর লোকসানে পড়তে হচ্ছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে বিক্ষোভে নামলাম। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। ভবিষ্যতে কাজ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।' ডায়মন্ডহারবারের অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহন দফতরের আধিকারিক অঞ্জন মিত্র বলেন, 'বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য শুনেছি।

বেআইনি যান বন্ধে অভিযান শুরু হবে।' ডায়মন্ড হারবার সহ মথুরাপুর, মন্দিরবাজার ও রায়দিঘি থানা এলাকায় প্রচুর বেআইনি অটো, টোটোর রমরমা। বেআইনি যানের রমরমা হওয়ায় এই রুটে চলাচলকারী বাস মালিকরা প্রচুর লোকসানের মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ। বেআইনি যান বন্ধে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল এম–১০ রুটের বাস মালিকদের পক্ষ থেকে। প্রশাসন বারে বার আশ্বাস দিলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। সেই প্রেক্ষিতে এদিন রুট বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হন মালিক ও শ্রমিকরা।

মহানগরে

জাপানে বস্ত্র রপ্তানিতে জোর

উৎপাদনকারীদের পরামর্শ দিতে কলকাতায় জাপানী বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ মে কলকাতার একটি সভায় জাপান বস্ত্র সামগ্রী মান নির্ধারণ ও প্রযুক্তি কেন্দ্র বা কিউটিইসি–র বস্ত্র বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় কাপড়ের

ছবি : উৎপল রায়

ব্যবসায়ী, উপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের জাপানের বস্ত্র আমদানি বাজারে স্থান পাওয়ার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মান বজায় রাখার বিষয়ে পরামর্শ দেন। এই শিল্প সম্ভাবনা গঠন বিষয়ক কর্মসূচির উদ্যোক্তা হল কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকাধীন প্রতিষ্ঠান টেক্সটাইল কমিটি। জাপানী বস্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তারা দেশের ৯ টি শহরে এই জাতীয় সভার আয়োজন করছে যাতে জাপানে ভারতের বস্ত্র রপ্তানির বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের বস্ত্র রপ্তানি ফলপ্রসূ। জাপানের বাজারে ভারত এখনও তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারেনি বলে জানান ডঃ কে এস মুরলীধর, টেক্সটাইল কমিটির যুগ্ম নির্দেশক (পরীক্ষাগার)।

ডঃ মুরলীধর বিশদভাবে জানান, জাপান ৯৭ শতাংশ বস্ত্র, বিশেষ করে তৈরি জামা–কাপড়, বিদেশ থেকে আমদানি করছে। চিন মূলত বাজার দখলে রেখেছে। এমনকি বাংলাদেশও ভারতের থেকে বেশি বস্ত্র রপ্তানি করে জাপানে। ভারত জাপানে কাপড়ের নির্ধারিত মান অনুযায়ী কাপড় উৎপাদনে সফল হচ্ছে না। সেইজন্য টেক্সটাইল কমিটি জাপানী সংস্থা কিউটিইসি–র সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে যাতে জাপানের উচ্চ–মান অনুযায়ী কাপড় উপাদনের ক্ষমতা দেশে গঠন করা যায়। কিউটিইসি–র যে সদস্যদলটি ভারতে এসেছে, তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেই ফুনাকি ও টোসিকি টাসাকা। তাঁরা জাপানে গ্রহণযোগ্য মানের বস্ত্র উপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থানীয় বস্ত্র উপাদকদের পরামর্শ দেন। তাঁরা পশ্চিমী দেশগুলি ও জাপানে বস্ত্রের গ্রহণযোগ্য মানের মধ্যে তফাৎটি বুঝিয়ে দেন এবং জাপানে নিষিদ্ধ সামগ্রীর বিষয়েও আলোকপাত করছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে জাপানের পরীক্ষাগারের বস্ত্র পরীক্ষার পদ্ধতি ও পর্যালোচনা করেন তাঁরা।

এছাড়াও জাপানী বস্ত্র বিশেষজ্ঞের দল টেক্সটাইল কমিটির দেশজুড়ে১৯ টির মধ্যে ৮ টি পরীক্ষাগারে গিয়ে বস্ত্রের মান নির্ধারণ পদ্ধতির উন্নতিসাধন বিষয়ক পরামর্শ দেবেন। এই কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয় গতবছর যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাপান পরিদর্শনের সময় দুদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে বলা হয়েছে ভারত ও জাপানের প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা একে অপরের দেশের শিল্পগুচ্ছগুলি পরিদর্শন করবেন। ভারতে বস্ত্র উৎপাদনের মানোন্নয়ন ঘটলে জাপানে ৩৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বস্ত্র রপ্তানি বাজারে ভারত ভালোই ব্যবসা করতে পারবে। কলকাতা ছাড়াও, নয়াদিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা, কইম্বাটোর, আহমেদাবাদ, চেন্নাই এবং বারাণসীতেও টেক্সটাইল কমিটি কিউটিইসি–কে নিয়ে জাপানে বস্ত্র রপ্তানির সম্ভাবনা গঠনমূলক কর্মসূচির আয়োজন করছে

টানাটানির পুরসভায় জলের টাকা বাকি বন্দরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর কোষাগারের টানাটানি অবস্থা। দৈনন্দিন খরচ কোনও মতে সামাল দিয়ে চলেছে। সুতরাং দৈনন্দিন পুর ব্যয় ছাঁটতে মাঝে মধ্যেই নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয় না বলেই কলকাতা পুরসংস্থার পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ এবার দৈনন্দিন পুর খরচ কমাতে মরণ কামড় দিয়েছেন। দফতরের ব্যয় কমানো হল কী না, তা পুর মহাধ্যক্ষকে লিখিত জানাতে হবে। পুরসংস্থার দীর্ঘ দিনের এক প্রাক্তন আধিকারিকের বক্তব্য, 'কলকাতা পুরসংস্থার ব্রিটিশ আমলের একটি দফতর হল, কলকাতা বন্দরে আসা জাহাজে পরিস্রুত জল বিক্রি করা। কিন্তু বর্তমানে কলকাতা বন্দরে দৈনিক জাহাজ আসা এখন কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু পুর দফতর চালু রয়েছে। ফলে সারা মাসে জাহাজে জল বিক্রি করে যতো টাকা আয় হয় এতোদিন, গত দুই দশকের অধিককাল যাবৎ তা অনেক অনেকটাই কমেছে। তা দিয়ে ওই দফতরের কর্মীদের মাসিক বেতন দিতেই কুলোয় না। মাঝে মধ্যেই মাসিক পুর অধিবেশনে এই দফতরটির বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু তারপর যে কে সেই। মহাধ্যক্ষ, কলকাতা সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে খুবই প্রয়োজনীয় যে ঠিকাকর্মী, তাদের নিয়োগ বিষয়ে লাগাম দিচ্ছেন। গাড়িতে তেলের খরচে লাগাম টানছেন। কিন্তু বরাবরের উপমহানাগরিকের দায়িত্বে থাকা জাহাজে জল সরবরাহ দফতরে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হয়ে চলেছে। সে বিষয়ে ওনার লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যাচ্ছে। তবে আশার আলো, পুরসংস্থার এক আধিকারিকের বক্তব্য, পুর মহাধ্যক্ষ পুর আয়ের উৎস বৃদ্ধিতে পুর আধিকারিক ও কর্মীদের অতি সতর্ক হতে ধ্যান দিতে বলেছেন। এবার দেখা যাক, আধিকারিকরা আয়ের উৎস খুঁজতে গিয়ে ব্যয়ের চোরা স্রোতটিকে ধরতে পারেন কী না? ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষের শুরুতে 'কর ব্যতীত রাজস্ব' আদায়ে জাহাজে জল বিক্রি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করাছিল ৫০ লক্ষ টাকা।

বছর শেষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে তা কমে দাঁড়ালো চার ভাগের এক ভাগে মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রা ডাহা 'ফেল'। ফলস্বরূপ চলতি অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। বছর শেষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে তা কমে দাঁড়ালো চার ভাগের এক ভাগে মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রা ডাহা 'ফেল'। ফলস্বরূপ চলতি অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকাতে। ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষের মূল বাজেট বরাদ্দ হয় এক কোটি টাকা। বছর শেষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ হয় মাত্র ৩০.৯৪ লক্ষ টাকা। ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষের মূল বাজেট বরাদ্দ হয় ৩৬ লক্ষ টাকা। যদিও এই অর্থবর্ষে মূল বাজেট বরাদ্দকে ছাপিয়ে প্রকৃত আয় হয় ৪৭.৪৮ লক্ষ টাকা।

সম্পত্তি কর আদায়ে ভিন্ন আশঙ্কা পুর আধিকারিকদের

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুরসংস্থার রাজস্ব আদায়ে বড়োসড়ো ধাক্কা আসতে চলেছে। আশঙ্কা করছেন বিশ–পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুর আধিকারিকরা। যদিও মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় এই আশঙ্কাকে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে পাঠিয়ে গত ৩০ মার্চ ২৪৩তম বিশেষ মাসিক পুরঅধিবেশনে 'ফাইনাল পাবলিকেশন অফ দ্য স্কিম ফর দ্য পারপাস অফ ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম' অ্যান্ড 'মাইনর মডিফিকেশন ইন সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম'

পাশ করিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পুরসংস্থার 'বার্ষিক সম্পত্তি কর সংগ্রহ' কমে যাওয়ায় কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, সুদ, জরিমানা ও আসল নিয়ে যে ১৮০০–২০০০ কোটি টাকা সম্পত্তি কর অনাদায়ী রয়েছে তা 'আধুনিক ও সহজ সরল স্বচ্ছকর ব্যবস্থায়' আদায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুর অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানাবেন আপনারা আপনাদের সম্পত্তি কর জমা করুন আর পুর সংস্থা আপনাদের 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টে'র সুযোগ সুবিধা দেবে। এর ফলে পুর কোষাগারের আয় বৃদ্ধি পাবে। এমনকী যাদবপুর, বেহালা, গার্ডেনরিচ ও জোকা এলাকায় যত আন অ্যাসেসড্ প্রপার্টি, ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড ও ফ্ল্যাট আছে যেগুলির নাম এখনও অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন দফতরে নথিভুক্ত হয়নি, তারাও এই সুযোগে নথিভুক্ত হতে চাইবে। ফলে রাজস্ব আদায় কমার কোনও আশঙ্কা নেই।

পুর আধিকারিকদের আশঙ্কা চলতি অর্থবর্ষের ১ এপ্রিল থেকে কলকাতা মহানগরে এলাকা ভিত্তিক কর চালু হওয়ায় ২০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় কমবে। চলতি বছরের শুরুতে মহাধ্যক্ষের নির্দেশে বলা হয়েছে বকেয়া সম্পত্তি কর আদায় করতে ঝাঁপ দিতে হবে পুর আধিকারিক ও কর্মীদের। উল্লেখ্য, গত অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর (সারচার্জসহ) বাবদ পুর প্রশাসনের আদায় হয়েছে প্রায় ৮৪৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। সে অনুযায়ী পুরসংস্থার ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষের বাজেট তৈরি হয়েছে। পয়লা এপ্রিল থেকে এলাকাভিত্তিক কর আদায় প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়েই পুর মূল্যায়ন দফতরের অফিসারেরা দেখছেন যে পরিমাণ সম্পত্তি কর এতদিন আদায় হতো নয়া ব্যবস্থায় তা অনেকটাই কমে যাবে। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ৯৭৪.১১ কোটি টাকা। এক পুর আধিকারিকের হিসেব, সব ধরনের রাজস্ব কর ও কর ব্যতীত রাজস্ব বাবদ বকেয়া রয়েছে প্রায় ছ'হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে পুরসংস্থার নথিভুক্ত করদাতার সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার। মহাধ্যক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এই সব করদাতাদের বাড়িতে বকেয়া আদায়ের তাগাদা দিতে হবে পুরকর্মীদের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২০ মে – ২৬ মে, ২০১৭

বাংলাকে জাগাতে বাংলা জরুরি

'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' এই আপ্তবাক্য বাম আমলে শিক্ষা প্রাঙ্গণে একদা তুমুল ঝড় তুলেছিল। সময়ের নিয়মে অনেক বিতর্ক শেষে সেই ঝড় একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়। রাজ্যে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয় ও বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমশই দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। ইংরাজি ও বাংলা এই দুই কুলের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজটি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি শিক্ষা দফতর ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ই বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। এই ভাবনা অত্যন্ত সাধুবাদ যোগ্য। অতীতে বামপন্থীরা এবং তাদের অনুগত কবি, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীরা ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসে পথে নামতেন, অনেক প্রতিশ্রুতিও দিতেন। কিন্তু বাস্তবে প্রতিফলন ঘটত সামান্যই। বাংলা ভাষা সেই 'বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' হয়েই ব্রাত্য থেকেছে এতদিন। দেরিতে হলেও মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন আগামী দিনে হয়তো প্রকৃত বাংলার সংস্কৃতি আবার ফিরে আসবে এর মাধ্যমেই। রাজ্যের বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে আজও বাধ্য করা যায়নি ইংরাজি অথবা হিন্দির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় দোকানের নাম লিখতে। ওড়িশা, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ কিংবা কাশ্মিরে গেলে বোঝা যায় সে রাজ্যের মানুষের মাতৃভাষার প্রতি টানের নমুনা। হাটবাজারে মাতৃভাষায় তারা দোকানের নাম লিখতে লজ্জিত হয় না। বাংলায় শুধু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মরণে পার্ক–মূর্তি নয়, ১৯ মে ১৯৬১ সালে অসমের শিলচরে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই দিনটিরও স্বীকৃতি আশু প্রয়োজন। কিশোরী কমলা ভট্টাচার্য সহ ১১ জন সেদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন। এতোদিন বাংলা ও বাঙালি সেসব ভুলে ছিল। আজ যদি মমতার হাত দিয়ে মাতৃভাষা রবীন্দ্র কথিত প্রকৃতই 'মাতৃদুগ্ধ' হয়ে পারে তাহলে বাংলার হারিয়ে ফেলা অতীতের দিকে অন্তত কিছুটা হলেও টান বাড়বে আজকের নতুন প্রজন্মের।

বাংলা ভাষাকে বিকৃত ও রুচিহীন গড়ে তোলার নেপথ্যে বিগত কয়েক দশকের শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে বাংলার মাটি থেকে একদা ভারতে ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল। যে বাংলার অভিধানে অজস্র দেশি বিদেশি ভাষার হাত ধরে গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা যা আজ আন্তর্জাতিক স্তরেও সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত। অথচ আজকের অভিভাবক সম্প্রদায় তাদের সন্তানদের 'বেঙ্গলী পরীক্ষাটা ইংরাজিতে হলে' অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করতেন বলে প্রকাশ্যেই গর্ববোধ করে থাকে। আত্মবিস্মৃত বাঙালি আবার স্বমহিমায় ফিরে আসুক বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এই স্বপ্ন অনেকেই পোষণ করছেন। যদিও প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব অনেকটাই। বাংলা ভাষা বাঁচলে ভারতবর্ষে বাঙালিও তার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। এই বোধ এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা, রাজনীতিকরা যত তাড়াতাড়ি আত্মস্থ করতে পারেন ততই মঙ্গল।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়

সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত– সংস্কৃত ভাষায় ওই উপাদানত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহ্যজগতে ইহাদের

প্রকাশকে আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলতা ও জড়তা বলিতে পারি। তমোগণের লক্ষণ অন্ধকার বা কর্মশূন্যতা, রজঃ–কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত, আর সত্ত্ব–ওই দুই গুণের সাম্যাবস্থা।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে। কখনও তমঃ প্রবল হইয়া ওঠে, আমরা আলস্যপরায়ণ হই, আমরা যেন আর নড়িতে পারি না, নিষ্কর্মা হইয়া যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আবার কখনও কখনও কর্মশীলতা প্রবল হয়। অন্য সময়ে আবার উভয় ভাবের সাম্য বিরাজ করে, মনে শান্ত ভাব আসে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে সচরাচর এই উপাদান–ত্রয়ের কোনও একটির প্রাধান্য দেখা যায়। একজন হয়তো কর্মশূন্যতা, আলস্য ও জাড্যলক্ষণান্বিত, অপরের প্রধান লক্ষণ–কর্মশীলতা, শক্তি, মহাশক্তির বিকাশ, আবার কাহারও ভিতর আমরা শান্ত মৃদুমধুর ভাব দেখিতে পাই। ইহা ওই পূর্বোক্ত গুণদ্বয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার সামঞ্জস্য। এইরূপে সমুদয় সৃষ্ট জগতে পশু উদ্ভিদ মানুষ সকলের মধ্যেই আমরা এই বিভিন্ন শক্তির কম–বেশি প্রকাশ দেখিতে পাই।

এই ত্রিবিধ গুণ বা উপাদানই বিশেষভাবে কর্মযোগের আলোচ্য বিষয়। উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়া কর্মযোগ আমাদিগকে ভালভাবে কর্ম করিতে সাহায্য করে। মানব সমাজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংগঠন। উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণিতে ও বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত।

ফেসবুক বার্তা

১০০ বছর আগেকার শিয়ালদা স্টেশন

তৃণমূলের শত্রু তৃণমূলই বৃথা মোদিকে দোষারোপ কেন?

নির্মল গোস্বামী

নকশাল বাড়ির আদিবাসী পরিবারকে (যাদের বাড়ি অমিত শাহ মধ্যাহ্ন ভোজ করেছিলেন) ফলাও করে তৃণমূলে যোগদান করিয়ে বাংলার রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের ইন্ধন জোগালো। তৃণমূল বিজেপির অস্বাস্থ্যকর বাক যুদ্ধে রাজনীতির বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। ওই দুটো ভোটের কি এমন গুরুত্ব? ওরা তো দক্ষ সংগঠনও নয় যে অনেক ভোট জোগার রে দেবে। ওই দুটো ভোট একটা লোকসভা বা বিধানসভা বা পঞ্চায়েতে দখলের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? তৃণমূল সংগঠনের কাছে ওই জন মানুষের এত কদর কেন হয়?

সে দিন বিজেপি সভাপতির মাটিতে বসে কলাপাতায় দুপুরের আহার করার চিত্রটা সারা ভারতের মিডিয়ার নজর কেড়েছে। এই একটা ঘটনায় অমিত শাহ বঙ্গ বিজেপি–র উপর অনেকখানি ফোকাস এনে দিয়েছে।

বিগত ছ'বছর সরকারি ক্ষমতায় আসীন তৃণমূলের রাজনীতি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে সেদিন আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম যে ওই পরিবারটার কপালে দুঃখ আছে। অমিত শাহ চলে গেলে ওদের তৃণমূল কি করে দেখো। সপ্তাহখানেকও বোধহয় হয়নি, তার মধ্যেই আমার আশঙ্কা সত্যি হল। তবে এক্ষেত্রে অত্যাচার না করে সু–আচার করল। মোদ্দা ওই পরিবারটাকে নিয়ে তৃণমূল কিছু একটা করবে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানতে পেরেছিল।

এর কারণ হল তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তা সত্ত্বেও এই দল যে ভাবে অন্যদলের লোকজন ভাঙিয়ে নিজেদের দিকে নিয়ে এসেছে তার একটি মাত্র কারণ হল যে কোনও বিরোধী যেন বাইরে না থাকে। সূর্য মিশ্র বা বিমান বসুও যদি রাজি হয় তাদেরও দলে নিতেও পিছপা হবে না তৃণমূল। এর পিছনে যুক্তি হল তারা জানে যে যারা এই দলে ভিড়েছে সকলেই করে কম্মে খাবার জন্য। কোনও নির্দিষ্ট নীতিকে রূপায়ণের শপথ নিয়ে যে দল গঠন হয়েছে তা কিন্তু নয়। কংগ্রেসের বিরোধিতা করে দল গঠন আর সিপিএম বিরোধিতা করে ক্ষমতা দখল। আর এই ক্ষমতার মধুভান্ডের লোভে দলের নেতাকর্মীরা কিছু অনৈতিক কম্ম তো করবেই। গণতন্ত্র অবমাননা ঘটবেই। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি করে বসে আছে এক ঝাঁক নেতারা তদন্ত না ভালো। কিন্তু তদন্ত হলে ধরা পড়বেই। তখন বাইরে হৈ চৈ করার লোক যাতে খুব বেশি না থাকে, তারই ব্যবস্থা পাকা করার জন্যই অন্য দলের নেতা কর্মীদের ভাঙিয়ে নেওয়া। কারণ একবার দলে শামিল হলে দলের হাজার অন্যায় দেখেও তারা চুপ করে থাকবে। দুর্নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়েও নেত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে মিছিলে হাঁটবে মোদির চক্রান্ত বলে হাতে নাতে উদাহরণ হল মানস ভুঁইয়া। ''মোদি বা বিজেপি তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে, কিন্তু হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট তাদের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদেরও শত্রুতা নেই। তারা কেন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল নির্দোষ ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, এমনকি টাকা নিয়েছে কি নেয় নি সেটাও বলতে পারছে না এমনই আত্মভোলা সহজ সরল নেতাদের বিরুদ্ধে''।

এই খেলা খেলতে গিয়ে ফল হল কি যত মস্তান সব তৃণমূলে, যত জমি মাফিয়া, সব তৃণমূলে যত

তোলাবাজ সব তৃণমূলে ফলে একই এলাকায় একাধিক মস্তান থাকলে তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগবেই, বোমা বন্দুক নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করবেই তাতে দু চারটে লাশ পড়বে কিছু আহত হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। মুশকিল হল আগে সিপিএমের মস্তান বনাম কংগ্রেসের মস্তান মারামারি হলে দুপক্ষের লোকজন মরত। এখন এ পক্ষের দুজন আর অন্যপক্ষের তিনজন মোট পাঁচজনই তৃণমূলের লোক মরছে। অন্য পক্ষরা সেখানে নেই। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের কাজ করার অসুবিধা হচ্ছে। যে মরেছে তারও প্রভাব আছে আবার যে মেরেছে তারও প্রভাব আছে সরকারের উপর ফলে পুলিশ প্রকৃত অপরাধী ধরতে ভয় পাচ্ছে তাই তদন্তে গড়িমসি হচ্ছে। এই চিত্র যে কত বাস্তব তার উদাহরণ হল গত ৪/৫ তারিখে নদিয়ার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে ডিজি'র কাছে কৈফিয়ত তলব করে বলছেন যে বেছে বেছে আমাদের দলের কেন খুন হচ্ছে? আর খুনের কিনারা করতে পুলিশের এতো দেরি হচ্ছে কেন? প্রশ্ন হল মুখ্যমন্ত্রী কী সত্যিই বুঝতে পারছেন না কেন তাঁর দলের লোক প্রতিদিন খুন হচ্ছে না কি নারদ ফুটেজের মতো দেখেও বুঝতে চান না?

মা সারদার একটি যুগান্তকারী উক্তি আছে ''যদি শান্তি পেতে চাও তো অপরের দোষ ধরো না।'' অবশ্য সাধারণ মানুষের শান্তি আর রাজামন্ত্রীদের শান্তি এক জিনিস নয়। তাই তারা প্রতিপক্ষের দোষ ধরতে দোষ না থাকলে খুঁজে বের করতে সদাব্যস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে রাজ্য সরকারের সিআইডি দুর্নীতি দমন শাখা পুলিশ আদালত সব থাকা সত্ত্বেও ৩৩ বছর কথা না রেখে উন্নয়ন না করে গণতন্ত্রকে হত্যা করে দু লক্ষ কোটি টাকা দেনা করে যারা শুধু পার্টির সম্পদ বাড়িয়ে গেল সেই নেতা মন্ত্রীরা একজনও জেলে গেল না। অথচ তাদের আমলে রোজভ্যালি, সারদার জন্ম। সিট তন্ত তরল, শ্যামল সেন কমিশন গঠন করল একটাও বাম মন্ত্রী ধরা পড়ল না দুর্নীতির দায়ে? তাদের রাজত্ব নেই তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তৃণমূলের সরকার তবুও তাদের এমপি মন্ত্রীরা টপটপ জেলে যাচ্ছে? আসলে পদের মর্যাদা ভুলে লোভে বা দলের প্রয়োজনে তারা দুর্নীতি করেছে তাই জেলে যাচ্ছে। কেসের মেরিট না থাকলে কোর্ট তদন্ত করতে বলত না। সবই যদি বিজেপি ষড়যন্ত্র করে নাবালক ভাইদের ফাঁসিয়ে দেয় তাহলে কোন জাদু বলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অমিত মিত্র ছাড় পেলেন? এই সব যুক্তি প্রতিযুক্তিতে না গিয়ে খুব সাধারণ কথা হল যে মানুষের শত্রু মানুষ নিজেই। নিজের ভুলেই মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তেমনি একটা দলের সুনাম বা বদনাম অপর দলের উপর নির্ভর করে না। সেই দলের নেতাকর্মীদেরই তার দায় নিতে হয়। তৃণমূল নেত্রীর ইমেজ মিডিয়া তৈরি করে দেয়নি। বা বিদ্বজ্জনেরাও করে দেয়নি। লক্ষাই করে নিজের ইমেজ নিজেই তৈরি করে ছিলেন। জন সমর্থন আজও আছে। কাল যদি সরে যায় তবে তার দায়ও তাঁর।

মানুষ কিন্তু জানে নেতাদের বিরুদ্ধে যত সিবিআই তদন্ত হচ্ছে তার একটা মোদি সরকার করেনি। সবই মানুষ কেস করেছে তার ভিত্তিতে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে হচ্ছে। মোদি সরকার বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে। দেখেও না দেখার ভান করেছে। তবুও রাজনৈতিক কুটিলতা সকলে বুঝবে না। তাই প্রচার হল হাতিয়ার। প্রচারের স্বার্থে দল ও নেতাদের অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়। কিন্তু সম মিথ্যা জনগণ গ্রহণ করে না।

অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জনগণ অনেক সময় মিথ্যাকে বর্জনও করে। তখন মিথ্যা বুমেরাং হয়। নকশা বাড়ি আদিবাসী পরিবারকে ঘটা করে দলে নিয়ে তৃণমূলের কতটা রাজনৈতিক লাভ হয় সেটাই দেখার।

ক্যানিংয়ে শতাধিক বৃক্ষ উধাও, প্রশাসন অন্ধকারে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : একাধিক গাছ উধাও হয়ে গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক শত ঝাউ, সোনাঝুরি, মেহগনি গাছ কেটে নিলেন জনা কয়েক ব্যক্তি। যাঁদের গাছ উধাও হয়ে গিয়েছে সেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গত প্রায় দু মাস আগে গোপালপুর পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙার 'সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থার সাড়ে ৪৪ শতক জায়গা কেটে শতাধিকের বেশি গাছ কেটে একটি পুকুর খনন করে শ্মশানে পরিণত করে কয়েকজন ব্যক্তি এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

উল্লেখ্য ২০০৫ সালের ১৭ জুন স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গলা বিশাল (বর্তমানে মৃত) উক্ত সংস্থার নামে সাড়ে ৪ শতক সম্পত্তি নিঃশর্ত ভাবে দান করেন। সেই স্থানে গাছ লাগানো হয়। সংস্থাটি প্রথম ধাপেই ২০১২ সালে ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার হেড়োভাঙা কাছারি পাড়া প্রাইমারি স্কুলে ২৫০ জন দুঃস্থকে বস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে সমাজ সেবার কাজ শুরু করে। তারপর বিভিন্ন সমস্যার জন্য সংস্থাটি ধীর গতিতে তাদের কাজ চালাতে থাকেন ইদানিং গত প্রায় দু মাস আগে মঙ্গলা বিশালের পরিবারের লোকজনেরা সব গাছ কেটে নিয়েছেন বলে স্বীকারও করেছেন সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থার কাছে।

গাছ কাটার খবর শুনে সংস্থার চার সদস্য বিভাস ঘোষ, মৃণাল কান্তি মন্ডল, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃপাসিন্ধু ঘোষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গত বুধবার। ঘটনাস্থলে পরিদর্শকদেরকে মঙ্গলা বিশালের পরিবারের সদস্য ধর্মপ্রসাদ বিশাল জানান ''আমার ঠাকুরমা জায়গাটি দান করেছিলেন সংস্থার নামে। কিন্তু সংস্থাটি দীর্ঘদিন কোনও কাজ না করায় আমি এবং আমার দুই দাদা রামপ্রসাদ বিশাল ও দেব প্রসাদ বিশাল মিলে গাছগুলো কেটে ফেলে পুকুর খনন করি মাছ চাষের জন্য।

কিন্তু ঘটনা হল নিজের বা অন্য কারোর সম্পত্তি থেকে কিংবা সরকারি সম্পত্তি হোক এভাবে শতাধিক গাছ কাটা যায় কি? এমনই প্রশ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের। ১৯২৭ সালের ভারতীয় অরণ্য আইনে ধারা ৪ অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ।

সেক্ষেত্রে যাঁরা গাছ কেটেছেন তাঁদের কাছে কোথাও কোনও অনুমতি পত্র নেই।

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পাপিয়া মন্ডল বলেন ''আমার কাছে গাছ কাটার কোনও আবেদন কেউই করে নি। যদি কেউ অসংখ্য গাছ কেটে থাকে তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখব।

অন্যদিকে সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থার সম্পাদক মণিকান্ত গায়েনকে গাছ কাটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি।

ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস জানান— 'যে এমনভাবে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করেছে সেটা খুবই অন্যায় কাজ। এ ব্যাপারে প্রশাসন কঠোরভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তারপর একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ আগে রোপন করতে হয়। এটা খুবই জঘন্য কাজ।''

ক্যানিং এর মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী মিটিং–এ ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁর থেকে কোনও মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা এমন জঘন্য কাজের জন্য মূলত প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে। তাঁদের অভিযোগ এত গুলো গাছ কাটার পর প্রশাসনের কোনও হেল দেল নেই।

রাজ্য জুড়ে সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সবুজ মঞ্চের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সবুজ মঞ্চ রাজ্য জুড়ে বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। মঞ্চের সম্পাদক নব দত্ত এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন—

আর ২৫ দিন পরেই উদযাপিত হবে বার্ষিক পরিবেশ দিবস। মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ এবং আমলারা পরিবেশ বাঁচানোর বার্ষিক প্রতিজ্ঞায় এবং ঘোষণায় অংশগ্রহণ করবেন।

পরিবেশ বাঁচানোর শপথ নেওয়ার জন্য ওঁদের আছে পরিবেশ দিবস, বসুন্ধরা দিবস, জলাভূমি দিবস, বন মহোৎসব দিবস, বন মহোৎসব সপ্তাহ ইত্যাদি। আর সারা বছর রয়েছে পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখার জন্য। এই যুদ্ধের এক প্রধান বহিঃপ্রকাশ ব্যাপক পরিমাণে সবুজ নিধন। নির্বিচারে গাছ কাটার এই দেশ জোড়া আবহে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। সব থেকে লজ্জার বিষয়, এই গাছ কাটা সর্বত্র চলে জনগণের ভাল করার এবং উন্নয়নের নামে। সব থেকে চালু অজুহাত রাস্তা চওড়া করতে হবে অথবা উড়ালপুল তৈরি করতে হবে। গাছ কাটার পক্ষে এই হল মোক্ষম যুক্তি। এই যুক্তিকে সামনে রেখেই আমাদের রাজ্যে এক ধাক্কায় শয়ে শয়ে এমনকি হাজারে হাজারে গাছ কাটা হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কাঠ মাফিয়া এবং প্রোমোটারদের যোগসাজশে বহু গাছ কাটা পড়ছে।

এই নিধন যজ্ঞের এক সাম্প্রতিক উদাহরণ যশোর রোড। এই রাস্তার দুপাশে ৪০০০–এর বেশি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত হয়েছে, হাইওয়ে চওড়া করার নামে ইতিমধ্যে ৩৫০টি গাছ কাটা হয়েছে। বর্ধমান শহরে রাস্তা চওড়া করার নাম করে কয়েকশো গাছ কাটার সিদ্ধান্ত হয়েছে। লাটাগুড়িতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের এলাকায় আইন ভেঙে ৫০০র বেশি গাছ কাটার জন্য চিহ্নিত হয়েছে। শান্তিপুরে কাঠ মাফিয়ারা স্থানীয় আইনরক্ষকদের এবং বনবিভাগের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে শতাধিক আম গাছ কেটে ফেলছে। হুগলির বিভিন্ন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে আইন ভেঙে বহু গাছ কাটা হয়েছে। সুন্দরবনে বন দফতরের সক্রিয় উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে। এ হল সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। সারা রাজ্য জুড়ে গাছ কাটা চলছেই, অল্প কয়েকটি বড় উদাহরণ জনসমক্ষে আসছে।

এটা এক্ষুনি বন্ধ হওয়া দরকার। জনস্বার্থ এবং উন্নয়নের জন্য যদি পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করতে হয়, তাহলে তা জনস্বার্থ এবং উন্নয়ন হতে পারে না। এ শুধু জীববৈচিত্র্য ধ্বংস না করার বিষয় নয়। এ হল অমূল্য সম্পদ ধ্বংস না করার বিষয়—সত্যিই এই সম্পদ এত বিপুল এবং এত বিচিত্র যে তার নিখুঁত মূল্যায়ণ প্রায় অসম্ভব।

গাছ যে কতরকম ভাবে আমাদের উপকার করে— কার্বন সঞ্চয় করতে, অক্সিজেন তৈরি করতে, ভূমিক্ষয় রোধ করতে, পশুপাখি সহ জীববৈচিত্রকে বাঁচাতে, পরিবেশ ঠান্ডা রাখতে, এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে— এসব পাঠ্য বইতে থাকলেও এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রমান হলেও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়।

আজ, পৃথিবীর এই চরম পরিবেশ সঙ্কটের দিনে, বিশেষত আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গাছ বাঁচানোর প্রয়োজন নিয়ে কোনও সমঝোতা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ আইন ২০০৬–এরও স্পট নির্দেশ— খুব জরুরি এবং ব্যতিক্রমী কারণ ছাড়া কোনও গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই আইন মানার থেকে ভাঙা হচ্ছে বেশি। বন দফতরের যে অফিসাররা এই আইন রক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা লজ্জাজনকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন না, কোনও রকম তদন্ত বা যাচাই ছাড়াই, যাঁরাই গাছ কাটার অনুমতি চাইছেন, তাঁদেরই অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন। নতুন গাছ রোপন করে গাছ কাটার যুক্তি একেবারেই অর্থহীন হয়ে রয়েছে— নতুন গাছ রোপন করা হল কিনা, তার রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা— তা দেখার জন্য কোনও ব্যবস্থাই চালু নেই। তাই বিকল্প রোপন খুব কম ক্ষেত্রেই হচ্ছে।

এই পরিবেশ নিধন বন্ধ হোক। যাঁরা গাছ কাটছেন অথবা জলাভূমির মত প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করছেন তাঁদের প্রতি আমাদের বার্তা—

আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। আমরা এলাকায় বাধা দেব, জনমত সংগ্রহ করব, আইনের দ্বারস্থ হব।

ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলে শ্রমিকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি অ্যাঙ্গাস জুট মিলে তৃণমূলের সংগঠন ন্যাশনাল ফেডারেশন জুট ওয়াকার্সের তরফে সোমবার মিল কর্তৃপক্ষকে ৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— কারখানায় শতকরা ৮০ শতাংশ শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দাবি। প্রচন্ড গরমে কারখানা ও শ্রমিক কোয়ার্টারে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা আবশ্যক। এই চটকলে অস্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিকদের ইএসআই এবং পিএফ দেওয়ার ব্যবস্থা। এখন ঠিকা শ্রমিকে মিল ভরে গিয়েছে। এছাড়া স্পেশাল শ্রমিকদের সিরিয়াল অনুযায়ী কোয়ার্টার বন্টন কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল ন্যাশনাল ফেডারেশন জুট ওয়াকার্সের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মণ প্রমাণিক বলেন, আমাদের দাবিপত্র মিল কর্তৃপক্ষের পার্সোনাল ম্যানেজার কেপি শী ও বিশ্বরূপ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন খুব সত্বর এগুলি বিষয় নিয়ে বৈঠক হবে। বর্তমানে অ্যাঙ্গাস জুট মিলে সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কর্মরত। হুগলিতে এই জুট মিলটির যথেষ্ট সুনাম আছে। মিল ম্যানেজার রয়েছেন শম্ভু পাল। তিনি এই মিলে আসার জন্য মিলটির কিছুটা সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। এদিনের ডেপুটেশন শীর্ষক বিষয়ে তীব্র ভাষায় বক্তব্য রাখেন মহেশ সিং। অযথা শ্রমিকদের নির্মম শোষণ, বঞ্চনার শিকার ও হায়রানি করা যাবে না। শ্রমিকদের গেট বাহির করা চলবে না। এছাড়া এ ব্যাপারে বলেন কাউন্সিলার মটুক বিন, লক্ষ্মণ প্রামাণিক। এদিকে এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের নেতা সঞ্জয় আদক, লালন সিং, অসিত রায়, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী, মহঃ ফরমান, মহঃ সাকিল। চটকলে এমন ভয়ংকর কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান করলেন।

পুলিশ পিটিয়ে নেতার জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ট্রাফিক পুলিশকে পিটিয়ে জেল হেফাজত হল এক তৃণমূল নেতার। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির ঘটনা। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম মানস ঘোষ। তিনি সিউড়ি আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক।

স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ৫ মে বিকালে মোটরসাইকেলে করে হোসনাবাদের বাড়ি থেকে সিউড়ি আসছিলেন মানসবাবু। মাথায় হেলমেট না থাকায় সিউড়ি বেনীমাধব মোড়ে তাঁকে আটকায় এক ট্রাফিক কনস্টেবল। শুরু হয় তর্কাতর্কি। ছুটে আসেন সিউড়ি ট্রাফিক এসি প্রশান্ত শিকদার। দু'জনকে ধরে বেধকড় মারধর করার অভিযোগ ওঠে মানস ঘোষের বিরুদ্ধে। রাতে বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে। ৬ মে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে মানসকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বাসন্তীতে আয়ুষ মেলা

বিশ্বজিৎ পাল, বাসন্তী : ১৬ মে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির প্রাঙ্গণে আয়ুষ মেলার উদ্বোধন করেন সমিতির সভাপতি প্রতিমা মন্ডল। মেলা চলবে ১৬–১৮ মে পর্যন্ত। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী বিডিও তাপস বিশ্বাস, বিশিষ্ট যোগবিদ তুষার শীল প্রমুখ। প্রতিমা দেবী বলেন, সুন্দরবনের অবহেলিত মানুষের জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়নে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে এই আয়ুষ মেলা রাজ্যে প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলায় সরকারি বেসরকারি স্টলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। আয়ুষ মেলা সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে তুলতে এদিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাসন্তী পরিক্রমা করে।

সাগরে রান্না প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর : সাগরের কমলপুর ক্ষেত্রমোহন পল্লিমঙ্গল সঙ্ঘ গ্রন্থাগার অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। হারিয়ে যাওয়া রান্না, পিঠেপুলি থেকে ফুলের মালা তৈরি। যে জিনিসগুলো ঠিকঠাক হলেই গৃহিনী আত্মতৃপ্তি পান। আর বাড়ির পুরুষ সদস্যরা বাহবা দেন। পাশাপাশি কদর বাড়ে সেই মহিলাদের। শুক্র ও শনিবার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা ঘিরে সাগরদ্বীপের মহিলাদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন সাগরের বিধায়ক তথা সাগর–বকখালি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতিরা। প্রতিযোগিতার প্রতিটি রান্না ও পিঠে চেখে দেখেন বিধায়ক ও সভাপতি। চেখে দেখার পর তারিফও করেন তাঁরা। আর তারিখ শুনে প্রতিযোগিনীদের চোখেমুখে তৃপ্তির ঝিলিকে দেখা গিয়েছে। এঁদের মধ্যে থেকে পুরস্কৃত করেছেন। আর ছিল মালা গাঁথার প্রতিযোগিতা। বাড়িতে ফোটা টগর, কৃষ্ণচূড়া, রঙ্গন ফল আর তার সঙ্গে বটপাতাসহ বাহারিপাতা দিয়ে মালা তৈরি করে এনেছিলেন প্রতিযোগীরা। দোকানে তৈরি মালা থেকে এই মালা সম্পূর্ণ আলাদা। যার বিচারের দায়িত্বে ছিলেন এলাকার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা। আয়োজক সংস্থার সভাপতি বিকাশ দাস বলেন, 'সাগরদ্বীপের নিজস্ব কিছু কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আছে। রান্না থেকে পিঠেপুলি তৈরি ও মালা তৈরিতে মহিলারা খুব পটু ছিলেন । কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তা পারেন না। আমরা অনেক চিন্তাভাবনা করে এবার সেই কৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে এই প্রতিযোগিতা। এখানে গঙ্গাসাগর মেলা হওয়ার জন্য পৌষ সংক্রান্তিতে সবাই ব্যস্ত থাকেন। তাই পিঠেপুলি হয়না। সেজন্য এই অসময়েও এই পিঠেপুলির প্রতিযোগিতা। খুব ভাল সাড়া দিয়েছেন মহিলারা। আগামীতে আরও বড় করে এই প্রতিযোগিতা করার কথা ভাবছি।'

রান্না প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা

ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বুধবার রাতে ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বজবজ–২ ব্লকের রানিয়া, গজাপোয়ালী, বুডুল এবং কামরা ও নস্করপুর অঞ্চলের কিছু অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বড়বড় গাছ, ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে পড়েছে। অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ের দাপট এতটাই ছিল মানুষজন আতঙ্কে বাড়ি ঘর ছেড়ে খোলা মাঠে আশ্রয় নেয়। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সভাপতি স্বপন রায় বলেন, বিডিও সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রানিয়া অঞ্চল। ক্ষয়–ক্ষতির পরিমান নির্ণয়ের কাজ চলছে। সরকারি উদ্যোগে ত্রিপল বিতরণের ব্যবস্থা চলছে। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, এলাকার ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হয়েছে। বিষয়টি মহকুমা শাসককে জানিয়েছি। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক সোনালী গুহও পর্যাপ্ত ত্রিপল বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন।

নাম পরিবর্তন

আলিপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১০.০৪.২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি সুভাষ চন্দ্র নাথের বদলে আমার ভোটার কার্ডে (FTQ0237818) উল্লিখিত সঠিক নাম সুভাষ নাথ নামে পরিচিত হইলাম।

সুভাষ নাথ
দক্ষিণ তালদি, পূর্বপাড়া
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কোথায় কি?

● স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা সভা মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের উদ্যোগে ২১ মে সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে বজবজ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সন্নিকটে তারামা ভিলায়।

● ২২ মে, ২০১৭ (সোমবার) সকাল ১০টায় নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির সহযোগিতায় নোদাখালি থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির–২০১৭

হাই মাদ্রাসা : প্রথম দশে অমুসলিম ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : পরীক্ষা শেষের ৬৫ দিনের মাথায় গত ১৬ মে এ বছরের রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৬১৫টি হাই মাদ্রাসা ছাড়াও আলিম এবং ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ হাই মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধিকর্তা এবং বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবিদ হুসেন। স্মরণ কালের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় এবারের দশম শ্রেণির হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল ব্যতিক্রমী। রাজ্যে এই প্রথম কোনও অমুসলিম পড়ুয়া হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রথম দশের তালিকায় ৮০০–র মধ্যে ৭২৯ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। হাওড়া জেলার ডিহিভুরসুত এলাকার খলতপুর হাই মাদ্রাসার পড়ুয়া প্রশমা শাসমল। প্রশমা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এই হাই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছে। হাই মাদ্রাসার সম্ভাব্য মেধা তালিকায় প্রথম দশে থাকা ১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছ'জন ছাত্রী। তৃতীয়, যুগ্ম সপ্তম, যুগ্ম অষ্টম ও দশম স্থানাধিকার করেছে ছাত্রীরা। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, হাই মাদ্রাসায় অমুসলিম পরীক্ষার্থীর সংখ্যাটা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবার অমুসলিম পরীক্ষার্থী ছিল ২২৮৭ জন। ছাত্রী ১৩২২ জন আর ছাত্র ৯৬৫ জন। গতবার অমুসলিম পরীক্ষার্থী ছিল ২২৯৮ জন। ছাত্রী ১৩০১ জন আর ছাত্র ৯৯৭ জন। এদিকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিলের (উর্দু মাধ্যম আলিম পরীক্ষার দ্বাদশ শ্রেণি) পর 'কামিল' (বি.এ. অনার্স) পড়ার জন্য ২০১৬তে আটটি মাদ্রাসাকে আপগ্রেডেড করা হয়েছে। আরও তিনটির আপগ্রেডের কাজ চলছে। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে এবার নিয়মিতদের মধ্যে থেকে ১২,৫২৪ জন ছাত্র আর ২৫,০১২ জন ছাত্রী পাশ করেছে। কিন্তু পাশের হারের বিচারে ছাত্ররা ৮৩.৯৫ শতাংশ আর ছাত্রীরা ৭৫.৮৯ শতাংশ পাশ করেছে। এবার হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় বসে ৫২,১১৫ জন। পাশের হার ৭৮.৪০ শতাংশ। আলিম ও ফাজিলে পাসের হার যথাক্রমে ৭৯.৮০ শতাংশ ও ৮১.৪২ শতাংশ। রাজ্যে হাই মাদ্রাসায় জেলার বিচারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সর্বোচ্চ স্থানে। পাশের হার ৯৪.৭২ শতাংশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী জেলা হল উত্তর পরগনা ও বাঁকুড়া। পাশের হার যথাক্রমে ৯১.৮৫ শতাংশ ও ৯১.৬০ শতাংশ। দশম শ্রেণি ইসলামি পাঠক্রম ধর্মশাস্ত্রপত্রের আলিম পরীক্ষায় রাজ্যে জেলার বিচারে হুগলি জেলা সর্বোচ্চ স্থানে। পাশের হার ৯২.১৮ শতাংশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী জেলা হল কলকাতা ও পূর্ব মেদিনীপুর। পাশের হার যথাক্রমে ৯১.৪৩ শতাংশ ও ৯০.৯১ শতাংশ। আর ফাজিল পরীক্ষায় রাজ্যে জেলার বিচারে হাওড়া জেলা সর্বোচ্চ স্থানে। পাশের হার ৯৮.৮০ শতাংশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী জেলা হল বর্ধমান ও উত্তর ২৪ পরগনা। পাশের হার যথাক্রমে ৯৫.২৪ শতাংশ ও ৮৯.৬৩ শতাংশ।

প্রতিবারের মতো এবারও মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এবার বেড়েছে ১১৩৭ জন। যা ১.৭৯ শতাংশ। এতো ছাত্রীর সংখ্যাই বা বাড়ছে কেন? ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবিদ হুসেনের বক্তব্য, এখন নিজের বাড়ির কাছাকাছি মাদ্রাসা পাওয়া যাওয়াই ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এখন মাদ্রাসাগুলির 'আপ–গ্রেডেড' করা হচ্ছে। জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা থেকে হাই মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা থেকে হাই সেকেন্ডারি, আলিম থেকে ফাজিলে 'আপ–গ্রেডেশনে'র কাজ চলছে। এবছর ইতিমধ্যেই ১৯টি মাদ্রাসাকে 'আপগ্রেডেড' করা হয়েছে। আগামী ছ'মাসের মধ্যে আরও কয়েকটি মাদ্রাসার 'আপ–গ্রেডেশন' হবে। এই 'আপ–গ্রেডেশনে'র ফলে পড়ার সুযোগ ছাত্রীরা বেশি করে গ্রহণ করছে। আগে অষ্টম শ্রেণির পর মেয়েরা পড়াশুনা ছেড়ে দিত। এখন সেটাকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রথায় আটকে দিয়েছে। মাদ্রাসায় পড়াশুনা এখন অনেক ভালো হচ্ছে। শিক্ষকশিক্ষিকারা পরীক্ষার্থীদের খুব ভালো পরিচালনা করেন। আগামী ২০১৮ সালের হাই–মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা শুরু হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড পাবে ২৭ জানুয়ারি থেকে।

৬০০ তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনারপুর স্টেশন চত্বরে আয়োজিত এক সভায় বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষের হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নিলেন তৃণমূলের স্থানীয় ৬০০ কর্মী।

সদ্য পুরভোট শেষ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একমাত্র পুরভোট পূজালিতে খাতা খুলেছে বিজেপি। এর আগেও কাঁথি বিধানসভার উপ নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান দখল করে বিজেপি এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠতে মাঠে নেমে পড়েছে। যে পূজালি চিরকাল কংগ্রেসী গড় হিসাবে পরিচিত ছিল সেখানে দুটি আসনে পদ্মফুল ফোটানো যথেষ্টই কৃতিত্বের পরিচয়। এবার বারুইপুর মহকুমায় শহর লাগোয়া সোনারপুরে তৃণমূলের ৬০০ কর্মীকে ছিনিয়ে নিয়ে দিলীপ ঘোষ সহ জেলার বিজেপি নেতৃবৃন্দ চমক দিয়েছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজনীতির দড়ি টানাটানি

নগরী পুনরুদ্ধার সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নগরী – পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীরভূম জেলার নগরী পঞ্চায়েত পুনরুদ্ধার করলো সিপিএম। যা পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীরভূম জেলা সিপিএমকে বাড়তি অক্সিজেন জোগালো–এইকথা নিসন্দেহে বলাই যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে লাল ঝড়। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নগরী পঞ্চায়েতে ৮–০ ব্যবধানে জিতেছিলো সিপিএম। প্রধান হন বনলতা মাল, উপপ্রধান হন সুজিত মন্ডল। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে প্রধান, উপপ্রধান সিউড়ি তৃণমূল ভবনে এসে তৃণমূলে যোগ দেয়। এইবছরের ২৮শে এপ্রিল পঞ্চায়েতের বাকি ৬ জন সদস্য প্রধান, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন। ৮ই মে অনাস্থার উপর ভোটাভুটি হয়। ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রধান ও উপপ্রধান। অনাস্থায় সিপিএম ৬–০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। এইব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে সিউড়ি সিপিএম জোনাল কমিটির সম্পাদক দেবাশিস গাঙ্গুলী বলেন, 'এটা মানুষের গণতন্ত্রের নৈতিক জয়। পরে প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচন হবে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে লাল ঝড়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই খুশির খবরে উচ্ছাসে ভাসছে বীরভূম সিপিএম।

চিনপাইয়ে ৩৫০ তৃণমূলী বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনপাই – বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামে তৃণমূল পঞ্চায়েতসমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সহ ৩৫০ জন বিজেপিতে যোগদান করলো। ১০ই মে বুধবার তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়।

১০ই মে বুধবার বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামের দাসপাড়া মনসামন্দিরের পাশে বিজেপির একটি অনুষ্ঠানে তৃণমূলের দুবরাজপুর পঞ্চায়েতসমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সুদন বাগ্দী, নারায়নপুরের সংখ্যালঘু তৃণমূল নেতা জয়নাল আবেদিন সহ ৩০০ জন তৃনমূল ছেড়ে এবং চিনপাই পঞ্চায়েতের মোদপা গ্রামের ৫০ জন সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয়। তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, দুবরাজপুর ব্লক সভাপতি জয়ন্ত আচার্য্য ও রূপ চক্রবর্তী, দুবরাজপুর টাউন বিজেপি সভাপতি সন্দীপ আগরওয়াল, মহিলা মোর্চা নেত্রী শিল্পী বাউরী। জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় বলেন, 'বীরভূমে বোমা শিল্প, বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। তৃণমূল নেতাদের উন্নয়ন ঘটেছে। হিন্দু বিরোধী কথা বলে সেকুলার হতে চাই। কেউ ওড়িশা যাচ্ছে পুজো দিতে। কেউ তারাপীঠ আসছে পুজো দিতে। কেউ কঙ্কালীতলায় যঞ্জ করছে। তৃণমূলের অপপ্রচারে মল্লারপুরে খুন হয় ইন্দ্রজিত দত্ত। জেহাদী মানুষরা তাকে মারলো। চারদিন পর বিজেপি সেইখানে যায়।' তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা সুদন বাগ্দী বলেন, '১৯৯৮ সালে তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে আমি দল করছি । তৃণমূলে এখন অঞ্চল সভাপতির কোনো দাম নেই। সারদা নারদার সরকার আর নেই দরকার। ২০১৪ সালে তৃণমূল থেকে সরে গিয়েছি।' টেট কেলেঙ্কারী নিয়ে শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করেন সুদনবাবু। তৃণমূলের পঞ্চায়েতসমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে বহিস্কারের প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুদনবাবু বলেন, 'আমি বহিস্কারের চিঠি এখনো পাই নি।' জেলা সভাপতি ও সুদন বাগ্দীর চাঁচাছোলা বক্তৃতায় চারিদিকে হাততালি দিয়ে তাদের অভ্যথনা জানায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

সুন্দর ব্যান্ড বাদ্য সহযোগে প্রায় ১২০০ কর্মী সমর্থক নিয়ে মিছিল করে গোটা চিনপাই গ্রাম পরিক্রমা করে বিজেপি। মিছিলের নেতৃত্ব দেন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। তারপর মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ছোলা, বাতাসা, জল খাওয়ানো হয়। গোটা অনুষ্ঠানে মহিলা পুলিশ সহ পুলিশের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

নার্সিংহোম বন্ধ সমস্যায় মানুষ

প্রথম পাতার পর

আমরা চাই আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন— 'মা মাটি মানুষ' সুন্দর থাকুক, ভালো থাকুক। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে নতুন ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিসমেন্ট অ্যাক্ট–এর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বলতে চাই নতুন বিল–এ কিছু সংশোধন জরুরি না হলে চিকিৎসক রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে একটি সুস্থ, নৈতিক, মানবিক ও পারস্পরিক অবিশ্বাস–চিকিৎসা ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই এই মানবিকতার বিচার করে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করার আবেদন জানাচ্ছি।

আমাদের দাবি :

১) ভৌগলিক দিক বিচার করে কলকাতা ও গ্রামের ফায়ার ও পলিউশন আইন পৃথক ও সরলীকরণ না করলে অতিরিক্ত ব্যয় ভার সাধারণ মানুষের উপর পড়বে।

২) গ্রামের ৫ বা ১০ বেডের নার্সিংহোম ও শহরতলির ৫০০ বেডের কর্পোরেট নার্সিংহোম–এর সমস্ত নিয়মে সামঞ্জস্য প্রয়োজন।

৩) স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যায় ভাবে হামলাকারীদের অবিলম্বে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করতে হবে ও চরম শাস্তির বিধান দিতে হবে।

৪) চিকিৎসা পরিষেবার ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

৫) চিকিৎসার গাফিলতি, অবহেলা বা অতিরিক্ত বিল এর অভিযোগ সব সময় ঠিক নয়। সঠিক যাচাই করেই ব্যবস্থা দিতে হবে।

৬) নার্সিংহোম ও প্রাইভেট হসপিটাল–এর মালিক, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রেফতার করার আগে যথার্থ পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করা বা এফআইআর করা চলবে না।

৭) কোন কারণে রাজ্যের সব নার্সিংহোম ও প্রাইভেট হসপিটাল যদি বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে কত স্বাস্থ্যকর্মী বেকার হবে— আর চিকিৎসা ব্যবস্থার কি হবে তা সরকার ও সাধারণ মানুষকে ভাবতে অনুরোধ করছি।

সর্বোপরি আমরা সরকারের সাথে আছি সরকারি ব্যবস্থার পরিপূরক হয়ে কাজ করতে চাই। আমাদের কাজের সুস্থ পরিবেশ দিতে হবে। সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের দাবিগুলিকে সরকারের কাছে তুলে ধরে তার প্রতিকারের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা নার্সিংহোম অ্যাসোসিয়েশন–এর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৭, ১৮, ১৯ মে ২০১৭ (বুধবার, বৃহস্পতি, শুক্রবার) সমস্ত নার্সিংহোম ও পলিক্লিনিক এবং ডায়গোনোস্টিক সেন্টারগুলি বন্ধ থাকবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি নিয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকারেরর সঙ্গে করা হয়েছে। নার্সিংহোমের মালিকপক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট মেনেই সবাইকে চলতে হবে। সেবার মনোভাব নিয়ে নার্সিংহোম চালাতে হবে। মালিক পক্ষের দাবী গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি শনিবার থেকে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

বিজেপি কালচারাল সেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার ১৩ মে বিজেপির রাজ্য অফিসের কনফারেন্স হলে কালচারাল সেলের উদ্যোগে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হোল। অনুষ্ঠান হলে বহু মানুষের উপস্থিতিতে কালচারাল সেলের সদস্য, সদস্যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত,রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানে কোন বাহ্যিক আড়ম্বর ছিলনা এবং আমনিত কোন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বা বাচিক শিল্পী না থাকলেও রাবীন্দ্রিক পরিবেশে শ্রোতারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং খুব আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শর্বরী মুখার্জীর দক্ষ সঞ্চালনায় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। বাংলায় সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রাখার জন্য বিজেপির কালচারাল সেলের বেশ কিছু শিল্পীমনস্ক মানুষ নিয়ে বিভিন্ন মেগা সিরিয়ালে অভিনয় করা খ্যাতনামা চরিত্র অভিনেতা সুমন ব্যানার্জীকে আহ্বায়ক এবং চলচিত্র ও ছোট পর্দায় অতি পরিচিত মুখ শর্বরী মুখার্জীকে যুগ্ম আহবায়ক করে কালচারাল সেলের পথ চলা।কালচারাল সেলের তরফ থেকে আগামীদিনে একই ভাবে বাংলার অবহেলিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে বলে জানানো হোল। যুগ্ম আহবায়ক শর্বরী মুখার্জী জানালেন আগামীদিনে বিজেপির কালচারাল সেলের উদ্দ্যোগে পথনাটিকার মাধ্যমে শাসকদলের দুর্নীতি , অপশাসন আর ভোট সন্ত্রাসের চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে। বিজেপির কালচারাল সেলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

চুঁচুড়া রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠে

রিম্পি ঘোষ: গত ৯ মে চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে পালিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রণাথ ঠাকুরের জন্মদিন। ওইদিন বিদ্যালয়ে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন হুগলি জেলা প্রাইমারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু অধিকারী। রবীন্দ্রণাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 'মমচিত্তে নিতে নৃত্যে', 'খড়বায়ু বায়ু বেগে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রী জ্যোতি সিং, সুইটি হালদার, অর্পিতা পাল, সৌমি কর্মকার, মৌমিতা মন্ডল প্রমূখ। নৃত্যের পাশাপাশি রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তির আকারে পাঠ করে শোনায় বিদালয়েরই ছাত্রীবৃন্দ লক্ষ্মী মিস্ত্রি, নন্দিতা মন্ডল সহ আরও অনেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রণাথ ঠাকুরের জন্মদিন ২৫ শে বৈশাখ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক জয়ন্ত চক্রবর্তী ও রবি ঠাকুরের কবিতা 'আফ্রিকা' পাঠ করে শোনান প্রধান শিক্ষক অনুজবরণ সরকার। বিদ্যালয়ের শিক্ষক – শিক্ষিকা, অগণিত ক্ষুদে ছাত্র – ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উজ্জ্বল উপস্থিতি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে মনগ্রাহী ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিল।

প্রভাত রবি পাঠাগারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ বৈশাখ দক্ষিণ শহরতলির ডি রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রভাত রবি পাঠাগারের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিগুরুর ১৫৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন হয়। সেই সঙ্গে দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর থেকে ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রভাত রবি পাঠাগারকে অনুমোদন করা হয়। এদিনে বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগারের প্রবীন প্রাক্তন পদাধিকারীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সন্ধ্যায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তুষার সরদার, ডি রায়পুরের প্রধান তপন রায়, উপপ্রধান দেবু দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজকুমার পরামানিক, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক সুবল চন্দ্র প্রামাণিক ও সম্পাদক মনন মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চিত্ত জাটী।

বারাসত রবীন্দ্র ভবনে

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ ও বারাসত পুরসভার সহযোগিতায়, মঙ্গলবার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭ তম জন্মদিবস পালিত হয়। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে শোভাযাত্রায় সূচনা হয়। সেই শোভাযাত্রা পৌঁছয় রবীন্দ্রভবনে। সকাল ৯টা নাগাদ রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর সাড়ে নটা নাগাদ শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাধিপতি রেহেনা খাতুন। বিশিষ্ট অতিথি পদে ছিলেন জেলা শাসক অন্তরা আচার্য। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সহ তথ্য অধিকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দেবাশিস দত্ত, এডিআইসিও প্রসেনজিত মন্ডল প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠান রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র গীতি আলোখ্য, রবীন্দ্র নৃত্য ও নৃত্যনাট্যে মুখরিত হয়ে ওঠে।

যেকোনও সেলিব্রিটিকে টেক্কা দেবেন বনবিবি

প্রতিরুদ্ধ বাউল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমার কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ। সাজো সাজো রব। ৯ মে বনবিবির মেলা। প্রশাসনিক নাম জঙ্গল মেলা। মুখ্য আকর্ষণ বনবিবির পুজো। এ বিবির খ্যাতি সুন্দরবনজোড়া। বাঘের শত্রু বাবা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বনবিবির নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। মা বনবিবি জঙ্গলবাসীদের জীবন–জীবিকা রক্ষার পাশাপাশি সুখ শান্তি প্রদান করেন। যার এমন ক্যারিশ্মা তাকে না দেখে থাকা যায়। বেরিয়ে পড়লাম মৈপীঠের উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে বারুইপুর। বারুইপুর থেকে জয়নগর। সেখান থেকে নিমপীঠ। নিমপীঠ থেকে জামতলা হয়ে মৈপীঠ। এরপর শনিবারের বাজার। বাঁদিকে ইঁটের টালমাটাল রাস্তা ধরে মেলার চরে। কাতারে কাতারে মানুষ। যেন কোনও সেলিব্রিটিকে দেখতে মানুষের ঢল নেমেছে। তার চেয়েও বেশি। হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ নেই বনবিবির থানে। জেলা পুলিশকর্মীরা স্বল্প ক্ষমতাতেও নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করছেন। চেকিংও চলছে। মূলত মিলছে মদের বোতল। অর্থাৎ শুধু পুণ্য অর্জনই নয় ফুর্তিরও খামতি নেই এখানে। আচ্ছা এই উন্মাদনা কি শুধু সুন্দরবনের নদী–খাঁড়ির পাশে বসবাসকারি জল–জঙ্গলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করা গ্রামবাসীদের? পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে তা কিন্তু মনে হল না। বেশ কিছু দামি গাড়িও দেখা গেল সেখানে। শহুরে মানুষও হাজির বনবিবির দাক্ষিণ্য পেতে। অর্থাৎ গ্রাম ছেড়ে শহরেও খ্যাতি ছড়িয়েছেন বনবিবি।

এপারে মেলা। বনবিবির থান ওপারে। খড়ের চালায় প্রতিষ্ঠিত দেবী। একেবারে ওনাদের ডেরায় মানে কোর এরিয়ায়। যেতে হবে নৌকো করে। আর নৌকোর চড়তে বিস্তর কাদা। হাঁটু অবধি ডুবে যায় সেখানে। কুছ পরোয়া নেই। পুরুষেরা বেশির ভাগই হাফ প্যান্ট বা লুঙ্গি উঠিয়ে। মেয়েরা যথাসম্ভব কাপড় উঁচিয়ে। কি আকুলতা। বনবিবিকে দেখলে ঈর্ষা করবেন টলিউড বলিউড অভিনেতা অভিনেত্রীরাও।

যাই হোক ওই মানব সাগরে ডুব দিয়ে কোনওরকমে বেরিয়ে এসে জেটিপথে নৌকোয় উঠতে পাড়ি দিলাম সোমবারের বাজারের দিকে। সেখান থেকে ভেসে পড়লাম মাতলা নদীর শাখা ওরিয়েন্টাল ক্যানেলের বুকে। সে এক অন্য জগৎ। চারিদিক থেকে নানা গড়নের নৌকো এসে ভিড়ছে বনবিবির থানের ঘাটে। ঘাট বলতে কাদার পাহাড়। তাতে কি। তখন শুধু বনবিবির থানে আছড়ে পড়ার বাসনা। পুজো চলছে। মাইকে ভেসে আসছে মন্ত্রোচ্চারণের গম্ভীর আওয়াজ। আমরা ভেসে আছি জলের উপর। আট থেকে আশি। এত মানুষ। প্রশাসন থেমে থাকতে পারে? তাই সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিসাসটার ম্যানেজমেন্ট ও সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা স্পিড বোট, লঞ্চ নিয়ে নেমে পড়েছেন নজরদারির কাজে।

এর মাঝে সোমবারের বাজারের ঘাটে দেখা মিলল গুরুপদ প্রামাণিকের সঙ্গে। কথাবার্তা, চালচলনে একেবারে সুন্দরবনের গড়া নিটোল তামাটে সাদাসিধে মানুষ। ধুতি শার্ট পড়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে এসে দঁড়ালেন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই মানুষটি। ক্লাস ফাইভে পড়াশুনো ছেড়ে বিপদের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন কাঁকড়া, মাছ প্রভৃতি ধরতে। আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি নৌকো আছে তাঁর। বেরিয়ে পড়েন ৮/৯ দিনের জন্য। তবে ছেলেদের এই বিপদসঙ্কুল পেশায় আসতে দেন নি। তারা বাইরে ঢালাইয়ের কাজ করেন। মোটামুটি চলে যায় সংসার। গুরুপদ জানালেন বছরের এই একটি দিন বিনা পয়সায় নৌকো দিয়ে দেন গ্রামাবাসীদের পুজো দেওয়ার জন্য। যাদের নৌকো আছে সকলেই তাই করেন।

জলের বুকে ক্রমেই বিকেল গড়িয়ে আসছে। পুজো সেরে নৌকো ফিরে যাচ্ছে যে যার ঘরে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পাঁচটার মধ্যে খালি করে দিতে হবে থান। এরপর ওনাদের রাজত্ব। কখন কোথায় দেখা দেবেন বলা যায় না। এরই মাঝে একটি নৌকো দল ছাড়া হয়ে মাতলার দিকে চলছে। পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশে স্পিড বোট ছুটে গিয়ে তাড়া দিয়ে নিয়ে এল তাকে। এবার ফেরার পালা। আকাশের মেঘ আর দিগন্ত বিস্তৃত জল সবই যেন তৈরি হচ্ছে সূর্য ডোবার অপেক্ষায়। চারদিকের ঘনজঙ্গল আরও যেন ঘন হচ্ছে ক্রমশঃ। আমরাও উল্টোপথে সোমবারের বাজারের ঘাটের দিকে। যখন এসে নামলাম তখনও মন পড়ে রয়েছে বনবিবির থানে। কলকাতায় পৌঁছে সে মন সুন্দরবনের মোহময়তা কাটিয়ে উঠতে পারলনা এখনও।

এপারে মেলা। বনবিবির থান ওপারে। খড়ের চালায় প্রতিষ্ঠিত দেবী। একেবারে ওনাদের ডেরায় মানে কোর এরিয়ায়। যেতে হবে নৌকো করে। আর নৌকোর চড়তে বিস্তর কাদা। হাঁটু অবধি ডুবে যায় সেখানে। কুছ পরোয়া নেই। পুরুষেরা বেশির ভাগই হাফ প্যান্ট বা লুঙ্গি উঠিয়ে। মেয়েরা যথাসম্ভব কাপড় উঁচিয়ে। কি আকুলতা। বনবিবিকে দেখলে ঈর্ষা করবেন টলিউড বলিউড অভিনেতা অভিনেত্রীরাও।

আমতার ফতেপুরে ২০০ বছরের বৈশাখী রথ

জয়িতা কুন্ডু

আমতা থানার ফতেপুর রথতলার রথ প্রায় ২০০ বছরের পুরানো।এই রথের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজনাথ সাহা।বৈশাখী পূর্নিমার দিন সকালে গৃহ দেবতা নারায়ণের শালগ্রাম শিলাকে পুজো করা হয়।পুজো শেষে ওই শিলাকে রথে বসানো হয়।বিকালে শালগ্রাম শিলাসহ রথ টানা হয়।সাহা বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০মিটার দূরে ফতেপুর রথতলা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এই রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।সাহা পরিবারের এই রথের নাম থেকেই ফতেপুরের এই বাসস্ট্যান্ডের নাম হয় ফতেপুর রথতলা।

প্রায় ২০০ বছর আগে ৯ চূড়া বিশিষ্ট একটা তাল কাঠের রথ বের হত।সেই রথের চাকাগুলো ছিল কাঠের আর বেশ বড়। দেখতে অনেকটা গরুর গাড়ির চাকার মতো।এই রথটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সাহা পরিবার একটা নতুন রথ তৈরি করে।দ্বিতীয় রথটার যখন ভগ্নপ্রায় অবস্থা তখন সেটাকে ঘরে বসিয়েই পুজো করা হত।সেই সময় বেশ কিছু বছর রথ টানা হয়নি বলে জানা যায়।

তবে গত বুধবার বৈশাখী পূর্নিমার দিন সাহা পরিবারে গিয়ে যে রথটা দেখা গেল সেটা হল তৃতীয় রথ। সাহা পরিবারের বর্তমান বংশধরেরা বাংলার ১৪২২ সালে শাল কাঠ দিয়ে এই রথটা নির্মাণ করান।এই রথের চাকা লোহার ছোট আকারের।এক তলার এই রথটা পাঁচটা চূড়া বিশিষ্ট।আগে এই রথকে ঘিরে বিরাট মেলা বসত।তবে এখন আর মেলা বসে না।পুজো হয় আগের নিয়মেই।সাহা পরিবারের তরফে বিষ্টু সাহা জানালেন ,কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে থাকলেও , রথ উপলক্ষে পরিবারের সকলেই গ্রামে ফিরে আসেন।মেতে ওঠেন রথের আনন্দে।

ভারতবর্ষে প্রথম শুদ্র জাগরণ ঘটিয়ে ছিলেন গৌতম বুদ্ধ

জয়শ্রী গোস্বামী

বৈশাখী পূর্ণিমার দিনাবসানের সন্ধিক্ষণ একদিকে বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভায় পশ্চিমাকাশ লালে লাল। আর একদিকে পূর্বাকাশে রজত থাকার মতো চাঁদ। তার শুভ্র স্নিগ্ধ জোৎস্নালোকে ধরণী যেন শীতল হওয়ার প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবস্তুর রাজউদ্যানে মায়া মায়ের কোলে এলো আকাশের চাঁদ। এ চাঁদ সোনার চাঁদ। যার আলোর পরশে একদিন বদলে গেল ভারতবর্ষ সহ অনেক দেশ।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদের বিলাস–বৈভবে–প্রাচুর্যের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠলেন যেন। সুন্দরী স্ত্রী যশোধরা পুত্র রাহুলের অমোঘ বন্ধন কখন যেন শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি গৃহত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে পথ চলা শুরু করলেন। কি সেই সত্য? না মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি কিসে হবে? এই যে জরা–ব্যধি মৃত্যু ত্রিতাপ দুঃখে জাতির জগত— এর হাত থেকে মানুষের মুক্তি কোন পথে? কপিলবস্তু থেকে রাজগীর এই পথ পরিক্রমার সময় কালের মধ্যে তিনি একটু একটু করে সিদ্ধার্থ থেকে বুদ্ধতে উপনীত হলেন। তিনি জরা দুঃখ কষ্ট নিগ্রহ সহ্য করে সেই জ্ঞান আজও জ্ঞান মহানির্বাণের পথ প্রবাহ করে।

বেদের ভারতে জ্ঞান ছিল গিরি কন্দরে বা ঋষিদের আঙিনায় হোম কুন্ডের তন্ত ধূমের মোহ জালে আবদ্ধ। সাধারণ ভারতবাসী সংস্কৃত প্রাক্তনদের কাছে নত জানু হয়ে ভিক্ষা করত মুক্তির পথ। বুদ্ধদেব সমগ্র আর্যাবর্তে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছে সেই জ্ঞান পৌঁছে দিলেন। বেদের চতুরবর্গ আর চতুরাশ্রমের নিগড় বন্ধন ভেঙে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। শুদ্র ও বৈশ্য রূপী শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের সহজ সরল এক মুক্তির পথ পেলেন। কঠোর যোগসাধনা বা ব্যয় বহুল যজ্ঞ সম্পন্ন না করেও মুক্তির পথ যে পাওয়া যায় তা তথাগতের আগে এমন ভাবে মানুষদের কেউ বলে নি। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় তিনি ধর্ম উপদেশ দান করলেন যাতে সাধারণ মানুষ প্রাঞ্জল ভাবে বুঝতে পারে।

সৎকর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ আমরণ। ব্যাস মুক্তির দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এক একটা জন্ম, একটু একটু এগিয়ে যাওয়া নির্বাণের দিকে। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ যদি সত্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করে তবে এই সৎ ধর্ম পালন করা এমন কিছু কষ্টকর নয়। সমগ্র সমাজের যদি ব্রত হয় সত্য সাধনার তবে সে সমাজ মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল ফলার কথা। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। যারা সংস্কৃত জানে না, বেদ বোঝে না, যজ্ঞ করতে পারেন না তারাও মুক্তির পরে প্রশস্ত রাজপথে ছুটে চলল। বৈশালীর বেণু বনে প্রথম তিনি সাধারণ মানুষের সামনে তার ধর্মমত ব্যাখ্যা করলেন। তারপর শুধুই ইতিহাস। বাতাসের মুখে সে ক্ষমাপূর্ণ চতুরতার স্নেহপূর্ণ বক্ষের উথলে ওঠা প্রেম যেন মায়াবী মূর্তি নিয়ে হাতড়ে বেড়াতে লাগল প্রচন্ড অসভ্য ইতর অভাজনদের। পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত পাবকের দিকে ছুটে চলে ঠিক তেমনিভাবে মানুষ নগর হতে নগরে বুদ্ধের পিছনে ছুটে চলল। আগে নিয়ম ছিল যে রাজার ধর্ম প্রজারা গ্রহণ করত। রাজ আনুকূল্যে ধর্মের প্রচার প্রসার হত। এই প্রথম প্রজাদের ধর্ম রাজাগ্রহণ করতে বাধ্য হল। সমকালীন অনেক রাজরাজারা বুদ্ধের পদতলে সমাগত হলেন।

পথের ভিখারি আর একবার রাজাধিরাজ হলেন। তাঁর নির্দেশিত পথে চলে মানুষ এক কথায় সত্যের জয়ধ্বজা ওড়ালো। ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, ধর্মজীবনে , রাষ্ট্র জীবনে কোথাও মিথ্যা বা ছলনার স্থান রইল না। ফলে হল কি? না মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করল, একে অপরের প্রতি আস্থাবান হয়ে নিরুদ্দেশের জীবন যাপন করতে লাগল। সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হল। রাজন্যবর্গ যুদ্ধ বিজয় ত্যাগ করে সার্বিক হিংসামুক্ত রাজ্য গঠনের জন্য অর্থ খরচ করতে লাগল। আগে যা খরচা হত ভোগ বিলাসে বা যুদ্ধ বিগ্রহে এখন সেই অর্থ খরচ হতে লাগল মানুষের কল্যাণার্থে। প্রাচীন ভারতের যা কিছু গৌরব–শিল্প–সাহিত্য স্থাপত্য চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র সবকিছুর চরম উন্নত হয় বুদ্ধের নির্দেশিত পথে চলে। তিনি বললেন ''জ্ঞান পিঠে বয়ে বেড়াবার বোঝা নয়, এগিয়ে যাওয়ার তরণী।'' তাই সমগ্র জাতির অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল।

সব ধর্মই মানুষকে সৎ–সত্যবাদী হতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু ঈশ্বর উপাসনায় আলাদা পথ দেখায়। বুদ্ধদেব ঈশ্বরকে উহ্য রাখলেন। তিনি আছে কী নেই তাই নিয়ে তর্ক মীমাংসায় না গিয়ে বললেন মুক্তির উপায় মানুষের নিজের কাছে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নেমে এসে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন না। তোমার সৎকর্ম তোমাকে মুক্তির দরজা খুলে দেবে। আটপৌরে জীবন আলাদা আর ধর্মজীবন আলাদা। এই দ্বৈত্য জীবন থেকে টেনে এনে সাধারণ জীবন চর্চাই ধর্মজীবনে বলে ঘোষণা করলেন। মানুষ আকৃষ্ট হবে। বিখ্যাত ত্রাস সৃষ্টিকারী দস্যু থেকে নগর নটি আম্রপালী সকলেই বুদ্ধের শরণে পরিবর্তিত হল। এরাই বৌদ্ধ। এই যে গণ জাগরণ যা বুদ্ধ ধর্মের পথ ধরে তৎকালীন আর্যাবর্তের বিভিন্ন নগরে সাম্রাজ্যে ঘটে ছিল একেই বলা যায় শূদ্র জাগরণ। এবং শূদ্র জাগরণের ফলে দেশের কি উন্নতি হতে পারে তা নালন্দা তক্ষশীলার মতো বিশ্ব বিদ্যালয়ের যে ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা পাই তাতে অবাক হওয়া ছাড়া পথ নেই। জগতগুরু ভারতবর্ষ সত্যই যে দিন জগতের মানুষকে বিনা শুল্কে বিদ্যা বিতরণের কি সুবিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিল তা আজও আর একটা আমরা কেন, পৃথিবীবাসী পড়তে পারেনি।

চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার তার শ্রমনিষ্ঠমন ক্ষণেক বিশ্রাম চায়। আজ এই বিশ্রাম মানুষের কাল হয়। শুরু হয় অবনমন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরও ৩০০০ বছরের অধিক কাল পর্যন্ত বুদ্ধধর্মের বিস্তার যুগ। তারপর কালের অমোঘ নিয়মেই বোধ হয় নতুনকে চলার পথ করে দিতে ভারত থেকে ভগবান তথাগত অপসৃত হতে থাকল। কিন্তু গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আজও বুদ্ধের জয়ধ্বজা উপরে দুলে ধরেছে।

ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্মের ২০০ বছর পর এই নগর কলকাতায় জোড়া কালো দুটি দেবশিশু জন্মগ্রহণ করে। একজন ব্যাস বাল্মীকির উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে সুন্দরের খোঁজে ছুটে বেরিয়েও তৃপ্ত হননি। মার বেড়ার ও ধারে যারা থাকে তারে তিনি জানতে বা বুঝতে পারেননি। আর একজন ভগবান রামচন্দ্রের নামে নভমন্ডলের সপ্তঋষির অঙ্গণ চ্যুত হয়ে স্বার্থের পঙ্কে নিমগ্ন কলির কীটের মধ্যে অবতরণ করলেন। ওই দুইজন ভারত গৌরব বিশ্ব নাগরিক দ্বয় কিন্তু বুদ্ধের প্রভাব যে আজও অপরিসীম তার জয়গান গেয়েছেন। স্বামীজি বুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার রূপে গ্রহণ করেছেন। স্বামীজি যে স্বতন্ত্র জাগরণের ডাক দিয়ে ছিলেন তা অনেকাংশে বুদ্ধের অনুকরণ যেন। আজ সমাজ পাপাচারে পরিপূর্ণ। আমরা হাসতে হাসতে মানুষ মারি। উল্লাসে মানুষ ঠকাই। রাজনীতি থেকে শিক্ষা জগত, সাধারণ সংসার কোথায় সত্যের ছবি নেই। তাই আর একবার যদি আমরা বুদ্ধের স্মরণ নিতে পারি তাহলে বোধহয়, আবার ভারতবর্ষ ফিরে পেতে পারে অতীত গৌরব। আসুন সবাই মিলে বলি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘম শরণং গচ্ছামি।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বুদ্ধ পূর্ণিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৃসিংহ চতুর্দশীতে এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দ্বাদশতম বার্ষিক উৎসব সংঘটিত হল চকলালপুর গ্রামে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে ২৫ ও ২৬ বৈশাখ গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্যের বসত বাড়ি সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ ভক্তি কেবল হরিপদ দাস অধিকারি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অংশ গ্রহণে সাধু ও বৈষ্ণবদিগকে পারমার্থিক রস–আস্বাদনে পরিতৃপ্ত করেন। দ্বিতীয় দিন বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সীতারামপুরের ''নিত্যানন্দ কীর্তন সম্প্রদায়'' তারক ব্রহ্ম নাম এবং বৈষ্ণব সেবায় শ্রীমদগীতা দান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক প্রশ্নোত্তরে জানান এই বৎসর দুইদিনে ১৭০০ জন সাধু বৈষ্ণব ভগবত অন্নপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হন। দ্বিতীয় দিন ৩৬০ জন সাধু বৈষ্ণবের ভগবত প্রসাদ এবং ২০০ জন সাধু বৈষ্ণবকে গীতা, কাপড়, ওড়ানি, ব্যাগ, বৎসাসন প্রভৃতি দান দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

উক্ত মহতী সভায় সালিগাছির স্বনামধন্য ননীগোপাল অধিকারি মহাশয় তাঁর চরণাশ্রিত হরিপদ দাস, ঝাড়গ্রামের মহন্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত থেকে পারমার্থিক জগতের রস আস্বাদনে ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিতৃপ্ত করেন। কেবল মাত্র মহিষাদল থেকেই ৩০ জন সাধু বৈষ্ণবের উপস্থিতি ঘটেছিল বলেও জানান শ্রীমৎ নারায়ণ গোস্বামী।

মাঙ্গলিকী

বেহালা ফাইন আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনী

তপন ভট্টাচার্য

সুমিত দাসগুপ্ত : সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে বেহালা ফাইন আর্ট সোসাইটি তাদের একুশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। নয়জন চিত্রীর ছবিতে সাজানো হয়েছিল প্রদর্শনী কক্ষ। চিত্রী প্রেমাংশু মিত্রের ছবিগুলি হল এক প্রয়াত বিশিষ্ট শিল্পীর ছবির প্রায় হুবহু নকল। তিনি কিছু ভাস্কর্যও করেছেন যেগুলি তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল বলা যায়। সমীর কর্মকারকে ফিগারেটিভ কাজের পরিবেশন নিয়ে একটু চিন্তা ভালবনা করতে হবে। তপন ভট্টাচার্যের বিষয় ভাবনার সঙ্গে রঙের ব্যবহারের সুন্দর মেলবন্ধন দেখা গেল। নিলয়কান্তি বিশ্বাসের ছবিতে ফোটোগ্রাফীর ছাপ পাওয়া গেল। সত্যব্রত কর্মকারের ছবিতেও ফোটো ফিনিশের প্রবণতা ছবির মূল ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সঞ্জু মান্নার বিমূর্ত ভাবনা এবং রঙের যথোপযুক্ত প্রয়োগ তার ছবিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বজিৎ পালের প্রতিকৃতিগুলিতে দক্ষতার যথেষ্ট ঘাটতি দেখা গেল। গৌতম চৌধুরীর ছবি দর্শককে খুব একটা উৎসাহিত করে না। অপূর্ব মজুমদারের ছবিতে আকাদেমিক কাজের পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিম পুঁটিয়ারি মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪২ জন কবি লেখক, সঙ্গীতশিল্পীর যোগদানে জমে উঠল উপরোক্ত সংগঠনের ১লা এপ্রিলের সাহিত্য সভা। সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান আন্তর্জাতিক খেলাধূলার জগতে ভারতের অগ্রগতির কথাই বললেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋদ্ধিমান সাহা প্রমুখের নাম উল্লেখ করলেন। এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা ভাল লাগল তাঁরা হলেন প্রবীর নন্দী, গৌর দাস, শেফালি সরকার, স্বরূপ চক্রবর্তী, পাপিয়া দে দাস, সুখময় দাস, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ। গানে গানে আসর জমালেন শ্যামল বিশ্বাস, অরুণ ভট্টাচার্য, দীপক গুপ্ত, চন্দনা দাশগুপ্ত, রঞ্জিত দাস প্রমুখ। নানান রসের গল্প পাঠে আসর জমালেন জেএন রায়, প্রসেনজিত ভট্টাচার্য, সুকুমার মন্ডল প্রমুখ। তারাশঙ্কর দত্তর তথ্যপূর্ণ অথচ রঙ্গরস সমৃদ্ধ একটি নিবন্ধ সকলের কাছেই মনোগ্রাহী হল। এদিন আসরে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা তারুণ্যর বৈশাখ সংখ্যায় আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। মার্চ মাসে আলিপুর বার্তার মাঙ্গলিকীর পাতায় প্রকাশিত সব লেখার মধ্যে সেরা লেখার 'সম্মান পেলেন কবি উদয় চক্রবর্তী। তাঁর হাতে পত্রিকার তরফে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রাত্রি ৯টা নাগাদ আসর ভাঙলো— তখনও কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতির সংখ্যা কিছু কম নয়।

'শতবর্ষে অগ্রদূত'

শ্রেয়সী ঘোষ : নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'–এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে আলোচনা চক্রের আয়োজন করে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা ২৯)। গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল তার বিষয় ছিল 'শতবর্ষে অগ্রদূত'। এই শিরোনামে অগ্রদূতের মূল স্থপতি বিভূতি লাহাকে স্মরণ করা হল। এই শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহ ডাকুরতা

শুরুতে ঘোষণা করলেন আজকের অনুষ্ঠানসূচি। সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী। মূল আলোচক বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি প্রায় এক ঘন্টায় বিভূতি লাহার নানা কর্মকান্ডের কথা বিস্তারিতভাবে বললেন। প্রসঙ্গ সূত্রে এলো বাবলা, অগ্নিপরীক্ষা, কুহক, সূর্যতোরণ, ছদ্মবেশী, ত্রিযামা, নায়িকা সংবাদ, বিপাশা, উত্তরায়ণ, মঞ্জরী অপেরা প্রভৃতি বাণিজ্যিক সফল ছবিগুলির কথা। বিভূতি লাহা একই সঙ্গে পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, চিত্রনাট্যকার এবং প্রযোজকও বটে। সেই সব তথ্য আলোচনায় উঠে এলো। বক্তব্যের শেষে ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন বিভূতি লাহা পরিচালিত কিছু ছবির জনপ্রিয় গানের অংশ বিশেষ। যার মধ্যে ছিল : কে তুমি আমারে ডাকো, এ শুধু গানের দিন, তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, শোন শোন শোন মজার কথা ভাই, মানুষ খুন হলে পড়ে, আমি কোন পথে যে চলি প্রভৃতি গানগুলি। গানের এই কোলাজ শ্রোতাদের আলোড়িত করেছিল। সভাপতি ড. কানন বিহারী গোস্বামী বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি বেশ কিছু ছবির স্মৃতিচারণ করলেন। টুকরো টুকরো গানের অংশ শোনালেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বাসন্তী চাকী। দর্শক আসন ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এমন একটি সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতা শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহ ঠাকুরতা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

কাঁটাখালির মৌলে, গোপাল বিশ্বাস

শঙ্করকুমার প্রামানিক

ডিসেম্বর ৩১, ২০১৭। শিয়ালদহ থেকে ৮–২০–র ট্রেন ধরে হাসনাবাদে পৌঁছোই ১০–৪০মিনিটে। স্টেশনের কাছেই বিডিও অফিস। হেঁটে পাঁচ মিনিট। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চলে এসেছি। আমি যে–ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব, তাঁর সাড়ে এগারোটায় এখানে আসার কথা। তিনি আমাকে মৌলেদের গ্রামে নিয়ে যাবেন। অপেক্ষা করছি। বারোটা বাজল, সাড়ে বারটা বাজল, একটা, তবুও সে–লোকের পাত্তা নেই। আমি উদ্‌বিগ্ন। অস্বস্তিবোধ করছি। আমি যে ঘরে বসেছিলাম সেই ঘরের দু'জন স্টাফ জানেন, আমি কেন অপেক্ষা করছি। এমন সময় তাঁদেরই একজন বললেন, আমি একটা লোককে চিনি যে মধু ভাঙত। কাছেই থাকে ডেকে আনি। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তারপর ওঁদের সঙ্গে আমাকেও ডেকে নিয়ে তিন তলায় মিটিং রুমে ঢুকলেন। বললেন, এখানে নিরিবিলিতে কথা বলুন। বলে, তিনি চলে গেলেন।

দু'জনের মধ্যে একজনের নাম গোপাল বিশ্বাস। বয়স ৫২ বছর। বাবা দীনবন্ধু বিশ্বাস। বাড়ি বরুণহাট। থানা হাসনাবাদ। উত্তর ২৪ পরগনা। গোপাল বাবু ৩০–৩২ বছর জঙ্গলে যাচ্ছেন, মাছ–কাঁকড়া ধরছেন। আর মহাল করেছেন বছর ১৪–১৫ বছর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন আর মধু ভাঙতে যান না?

তিন বছর হল মহালে যাচ্ছি না।

তিন বছর যাচ্ছেন না! কী হয়েছে?

গোপালবাবু আমাকে যা বললেন সেটা সংক্ষেপে এ রকম। সময়টা ছিল এখন থেকে তিন বছর আগে (২০১৪)। সেই মরশুমে একটা নৌকোতে গোপালবাবু সহ সাতজন ছিলেন। যথারীতি বনদফতর থেকে পাশ কেটে মধু ভাঙতে বেরিয়েছেন। পাঁচজন কাঁটাখালির মুসলমান। দু'জন হিন্দু। দু'জনের একজন হাসনাবাদের, আরেক জন হিঙ্গলগঞ্জের লোক। সাতজনের নাম :

১। কুদ্দুস (৪৮), ২। আহম্মদ ঢালি (৬০), ৩। কিনু গাজী (৫৫), ৪। লুৎফর (৬১), ৫। রবিকুল (৪৮), ৬। গোপাল চন্দ্র পাত্র (৪৮), ৭। গোপাল বিশ্বাস (৫২)।

বিকেল বেলা। মৌলেদের মধ্যে একজন নৌকোতে আছেন। বাকি ছ'জন সবেমাত্র জঙ্গল থেকে নৌকোতে ফিরেছেন। নৌকোটা খাঁড়ির মুখে নোঙর করা ছিল। নৌকো থেকে মৌলেরা লক্ষ করলেন একটা ছোট হাতে বাওয়া ডিঙি নৌকো তাদের দিকে আসছে। কাছে এসে ডিঙি থেকে একজন বন্দুক উঁচিয়ে মৌলেদের হুকুম করছে তাদের সঙ্গে খালের ভিতরে ঢুকতে। বাংলাদেশি ডাকাত। তারা ছ'জন। সঙ্গে বন্দুক। মৌলেদের বাধ্য হয়েই ডাকাতদের কথা মতো চলতে হচ্ছে। যাওয়ার সময় ডাকাতরা কুমিরমারির দু'টো নৌকো দেখতে পেয়েছে। তাদেরকেও ভয় দেখিয়ে নিয়ে আসছে। বাংলাদেশি ডাকাতরা খুব নিষ্ঠুর আর হিংস্র। প্রাণ ভয়ে সকলে জড়োসড়ো। ডাকাতদের নৌকোটা খুব ছোট। কুমিরমারির দু'টো নৌকোতে চৌদ্দ কুইন্টাল মধু ছিল। তাদের মধু তখনও বনদফতরে জমা পড়েনি। সেই মধুটা কাঁটাখালি নৌকোতে তুলিয়ে নিল মৌলেদের দিয়ে। এছাড়া চাল–ডাল, তেল–মশলা, জামা–কাপড় ইত্যাদি হাতের কাছে যা পেয়েছিল সব তুলে নিয়েছে। ঐ নোকোটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এক ব্যারেল অর্থাৎ পঞ্চাশ কেজি মধুও

সুন্দরবনের ডায়েরি

ছিল কাঁটাখালির নৌকোতে। এ মধুটা সবে কাটা হয়েছে। দু'দিন আগেই কাঁটাখালির মৌলেরা তাঁদের সংগ্রহ করা মধুর সবটাই বনদফতরে বিক্রি করে দিয়েছেন। যাক্ আপনারা বেঁচেছেন, আমি গোপাল বিশ্বাসকে বললাম।

বাঁচলাম আর কৈ? মারধোর খেয়েছি। জেল খেটেছি। আমাদের নামে কেস দিয়েছে। আলিপুর কোর্টে মামলা হচ্ছে।

এত সব ব্যাপার ঘটেছে! জেল খাটতে হল কেন? একটু বলুন।

ডাকাতরা যখন নৌকো সমেত আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল, সে সময়ে কুমিরমারির দুটো নৌকোর মধু লুঠ করে আমাদের নৌকোতে তুলেছিল। কারণ, ডাকাতরা যে নৌকোয় করে এসেছিল সেটা খুব ছোট। ওদের বড় নৌকো বাংলাদেশের জঙ্গলের মধ্যে রেখে, ছোট ডিঙি নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়ে ছিল। ডাকাতরা বন্দুক দেখিয়ে আমদের বাধ্য করেছিল নৌকো নিয়ে বাংলাদেশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে। সারা রাত্রি ধরে নৌকো বেয়ে ভোরবেলা তালপাটি জঙ্গলে পৌঁছাই। সেখানে একটা ঝরায় ডাকাতরা তাদের বড় নৌকো রেখে দিয়েছিল। সব মালপত্র তাদের নৌকোয় আমাদের তুলে দিতে হল। যা বলছে ভয়ে ভয়ে করেছি। প্রথমেই খাঁড়িতে আমাদের নৌকোতে নেমে কয়েকজনকে বিনা কারণে খুব মারধোর করেছিল। আমাদের মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওদের এলাকার মধ্যে আরো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ ধরলে তো সারা জীবন জেলে পচতে হবে।

তারপর কী হোল?

একটা দিন সেখানে আমাদের আটকে রাখল। তারপর একটু রাত হতে ছাড়ল।

তারপর আপনারা কী করলেন?

আমরা পরের দিন পৌঁছেই প্রথমে কাটোয়াঝুরি ফরেস্ট অফিসে খবরটা দিই। এখানেই আমাদের মধু বেচেছিলাম। তারপর বাগনা ফরেস্ট অফিসে, যেখান থেকে আমরা পাশ পেয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানাই। অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর কুমিরমারির সেই মৌলেরা, যাদের মধু ডাকাতরা লুঠ করেছিল, আচমকা আমাদের প্রচন্ড মারধোর করতে লাগলো।

হঠাৎ তারা আপনাদের মারধোর করতে গেল কেন?

তাদের অভিযোগ আমরা নাকি বাংলাদেশের ডাকাতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছি। আমরা যত বলার চেষ্টা করছি এর সঙ্গে আমরা কোনওভাবে জড়িত নই, ওরা কিছুতেই আমাদের কথাতে কান দিচ্ছে না। তারা ফিরে এসে গ্রামের লোকদের আমাদের বিরুদ্ধে তাতিয়েছে। গ্রামের লোকেরাও ওদের কথা বিশ্বাস ক'রে আমাদের মারতে লাগল।

শুধু তাই নয়, যাতে ওদের নাম লেখা আছে সেরকম মধুর দু'টো খালি ব্যারেল, নৌকোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলছে, তাদের ব্যারেল দু'টো আমাদের নৌকায় গেল কী করে? আমদের থানায় নিয়ে গেল। থানাও আমাদের কথা শুনলো না। আমাদের বিরুদ্ধে কেস দিল। আমাদের সাতজনকে আলিপুর জেলে ঢোকাল। জেল খাটতে হল তিনমাস দশ দিন। এখন আমাদের বিরুদ্ধে কেস চলছে আলিপুর কোর্টে। সেজন্যে আমাদের সাতজনের নামে জঙ্গলে মাছ–কাঁকড়া ধরার অথবা মধু ভাঙার কোনও পারমিট ইস্যু করা হয় না।

সংসার চালাতেন কী করে?

খুব কষ্ট করেই চলত। জনমজুর খাটতাম, বাগদা পিন (মীন) ধরতাম। আমাদের দুই লোকের (স্বামী–স্ত্রী) কোন রকমে চলে যেত।

এখন কী করেন?

বিডিও অফিসের কাছে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, বাইরের অনেক লোক এখানে থেকে কাজ করছে। কিছুদিন হল আমি তাদের দু'বেলা রান্না করে দিই। তাদের সঙ্গে থাকি খাই। আমাকে মাসে চার হাজার করে টাকা দেয়।

গোপালবাবুকে ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর কাজের জায়গায় চলে যাবেন। চলেও গেলেন। গোপালবাবুর দুই ছেলে, বিশ্বজিৎ ও সত্যজিৎ। তারা বিয়ে–থা করেছে। ছেলে পুলে আছে। বাইরে খাটাখাটুনি করে। তারা আলাদা থাকে, আলাদা খায় দায়। পরিবারের মধ্যে একমাত্র বাবাই ছিলেন জল–জঙ্গলজীবী। মিথ্যে কেসে জড়িয়ে গিয়ে সেটাও ত্যাগ করতে হয়েছে।

কালপুরুষ–এর অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৮২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ব্যান্ডেল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, অতি উজ্জ্বল 'কালপুরুষ'। সম্প্রতি পত্রিকা গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরে। উপলক্ষ্য ছিল ২১শে–২৫শে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালন; এই অনুষ্ঠানেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল পত্রিকার 'অমর একুশ সংখ্যা'। পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করেই ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় ছিলেন পত্রিকা সভাপতি, কাব্য 'সাহিত্যিক' ও নট প্রণব চক্রবর্তী। সহযোগিতায় ছিলেন বহুজন— পত্রিকার সম্পাদক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও নট ডাঃ শুভেন্দু চক্রবর্তী বিশিষ্ট চিকিৎসক, কবি ও নটী ডাঃ রুপালি বিশ্বাস। কবি, শিক্ষক ও নট বিকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই প্রতিবেদক অনুষ্ঠানে বেশ কিছুটা দেরিতে পৌঁছান (অন্যত্র রিপোর্টিং এর কাজ ছিল— দুঃখিত।) তাই এদিনের অনুষ্ঠানের সমগ্র ছবিটি এই প্রতিবেদনে তুলে ধরতে অক্ষম। তাই এদিনের অনুষ্ঠানটির বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংবাদ তুলে ধরছেন। এদিন মাতৃভাষা তথা 'বাঙালির ভাষার' উপরে বিশেষ ভাষণ দেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন ও ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ডঃ বর্ধন অতি চাঁচাছোলা ভাষায় (আজ যার বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে) বলেন ২১শে ফেব্রুয়ারি ও ১৯শে মার্চ বাঙালি কবি, সাহিত্যিক শিল্পীদের (বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিন জগতের কথা বলা হচ্ছে) মধ্যে যে মাতৃভাষা নিয়ে উদ্বেলিত আবেগ প্রকাশ দেখা যায়, তাঁরাই আবার দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের বাংলায় কথোপকথনে অকারণে বহু ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন— এ হ'ল এক অসাধারণ দ্বিচারিতা। আবার কিছু কবি, লেখক, 'আমি কত ভাল বাংলা জানি', এই মনোভাব নিয়েই কিছু কিছু ইংরাজি শব্দের, যে সব শব্দ 'বাংলা' শব্দ হয়ে গিয়েছে সেগুলির জোর করে 'বাংলা' করছেন। এর সেরা উদাহরণ আধুনিকতম 'মোবাইল' শব্দটি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন বাংলা কথোপকথনে 'মোবাইল' বলি— কখনও বলিনা 'মুঠোফোন'/'চলভাস'/'পকেট ফোন' /'যখন তখন'— অথচ অজস্র লিটল ম্যাগাজিনে এই সব 'জোর করে বাংলা' করা শব্দ লেখা হচ্ছে— এর কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন আছে? (কালপুরুষের বর্তমান সংখ্যায় কিন্তু 'দূরাভাষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা একেবারে ঠিক)।

বাংলা ভাষা নিয়ে দ্বিতীয় বক্তা ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন, এখনও বহু বাংলা লেখায় বহু শব্দের বানান ভুল দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই বক্তব্য আংশিকভাবে ঠিক, তবে সাধারণভাবে নয়। এর কারণ এখনও বাংলা সফটওয়্যার তৈরির কারিগরি সমস্যা রয়েছে; এই সমস্যার সমাধান করতে সময় লাগবে। এছাড়া এদিন ডঃ ঘোষ 'ড.' ও 'ডাঃ' শব্দ দুটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে অনেকটাই সময় খরচ করলেন (প্রয়োজন ছিল কি?) আবার এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বোঝাতে গিয়ে তিনি বেশ কয়েকবার বললেন, 'আমি মলম লাগানো ডাক্তার নই'— ডঃ ঘোষ, আপনি কি এভাবে চিকিৎসকদের সম্মান জানালেন?

আরও ঃ মঞ্চে উপবিষ্ট ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'উনি ইংরাজিতে ডক্টরেট— আমিও কয়েকটা বিষয়ে ওটি করেছি ('তোমার পূজার ছলে...')

এদিন তৃতীয় বিশেষ ভাষণ ছিল 'বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারের একাল সেকাল'। বললেন যুবা সাহিত্যিক ও শিক্ষক সঞ্জয় আচার্য্য। সাথে প্রোজেক্টারে নাটক নিয়েই অতি মূল্যবান বহু স্লাইড দেখালেন। যুবা সঞ্জয় আচার্য্যর নাটক নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ ভাষণ ছিল প্রকৃতই একজন 'আচার্য্যের' নিবেদন— তবে সবাই কি এটি মন দিয়ে শুনলেন? বোধহয় এদিনকার অনুষ্ঠানের পক্ষে এই পরিবেশন ঠিক নির্বাচন ছিল না...

যুবা 'বেণী পুতুল' শিল্পী শিবব্রত গুহর বেণী পুতুল নিয়ে কৌতুকী গান, পুতুলের হাওয়ায় 'ডিগবাজি' খাওয়া সকলের

ভালই লাগে। তবে এই প্রতিবেদক বহু বছর আগে দেখেছিলেন এক অন্য মাত্রার বেণী পুতুল প্রদর্শনী— মুর্শিদাবাদের বেণীপুতুল শিল্পী দম্পতির অনবদ্য নিবেদন— পুরুষ মানুষটির হাতে 'কর্তা' পুতুল, স্ত্রীলোকটির হাতে 'গিন্নি' পুতুল; দুই পুতুলের গানের তরজা আবার শেষে দোহায় মিলে আরও কৌতুকময় গান, হাতে ধরা দুটি পুতুলের নানান কায়দায় হাওয়ায় ডিগবাজি খাওয়া, এই প্রতিবেদকের মনে গেঁথে গিয়েছে (উক্ত বেণী পুতুলের শিল্পকলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, বালিগঞ্জের ইন্দ্রজাল ভবনে, তাঁর (মাদারিমঞ্চে)।

এদিনকার অনুষ্ঠানে অতি উজ্জ্বল (যেন 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'!) পরিবেশন ছিল কচিকাঁচাদের সমবেত আবৃত্তি কয়েকজনের একক আবৃত্তি, পরে এদের শিক্ষক। তথা আবৃত্তিকার, শিক্ষা জগতের মানুষ পল্লব বিষ্ণুর অনবদ্য আবৃত্তি (টালিগঞ্জের কাব্যকথা–র কর্ণধার, এক অনবদ্য আবৃত্তিকার, প্রশিক্ষক অতীশ ঘোষ মহাশয়, আপনি কেন হঠাৎই 'সব ফেলে রেখে' মাত্র ৫৬ বছর বয়সে স্মিত হেসে, 'তবে যাই' বলে চলে গেলেন?) আসরকে প্রকৃতই হীরক দ্যুতির মতন উজ্জ্বল করল। তার কবিতা নির্বাচনও ছিল অতি উঁচু মাত্রার, যে কবিতা দুটি লিখেছেন কালপুরুষের কর্ণধার কবি প্রবীর চক্রবর্তী ও কবি ডাঃ (না 'মলম লাগানো ডাক্তার' নন, প্রকৃতই চিকিৎসক!) রুপালি বিশ্বাস।

এদিনকার অনুষ্ঠানে 'ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা সাংবাদিক' রুচিরা মুখোপাধ্যায়কে পত্রিকার তরফে সংবর্ধনা জানানো হয় (সংবাদ সূত্র : 'চিকন' পাক্ষিক পত্রিকা, ১৬–৩০ শে এপ্রিল '১৭ সংখ্যা)।

অনুষ্ঠানে দেরীতে এলেও ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিককে মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসনে বসানো হয়, যা আসলে আলিপুর বার্তাকেই সম্মান জানানো— ধন্যবাদ।

কালপুরুষের অনুষ্ঠান থেকে বোঝা গেল পত্রিকার সাথে যুক্ত আসরে উপস্থিত সকলের মধ্যে এক উষ্ণ পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে আর তাইতো ৩২ বছর পেরিয়েও কালপুরুষ দৃপ্ত রয়েছে— 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'...

'সারং' সাংস্কৃতিক সংস্থার উৎসব

শ্রেয়সী ঘোষ : 'সারং' সাংস্কৃতিক সংস্থার তৃতীয় বর্ষ পূর্তির উৎসব উদযাপিত হল গত ৮ মে সোমবার সন্ধ্যা ৫–৩০ মিনিটে গিরিশ মঞ্চে।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব অতিথি বরণ দিয়ে শুরু হয়। অতিথি হিসাবে সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. কানন বিহারী গোস্বামী, বিশিষ্ট চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, বিশিষ্ট গায়িকা অনুসূয়া মুখোপাধ্যায় এবং সুবীর নন্দী। বক্তারা কমবেশি স্মরণ করলেন রবীন্দ্রনাথকেই। ড. গোস্বামী গাইলেন : ''আঁধার রাতে একলা পাগল।''

অনবদ্য পরিবেশন। ড. শঙ্কর ঘোষ গাইলেন, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার।'' চমৎকার পরিবেশন। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করল 'নীলাভ' সঙ্গীত গোষ্ঠী সুবীর নন্দীর পরিচালনায়। বালিকা সোহমা রায় পরিবেশন করল দুটি নাচ। একটি শিব বন্দনা, অপরটি দুর্গা বন্দনা। দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হল এক গীতি আলেখ্য ''আঁধার আলো পারে।'' আলেখ্য রচনা সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. রুমা মিত্র। মোট চব্বিশ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন এই গীতি আলেখ্যে। গ্রন্থনা অংশ অসাধারণ। গীতি আলখ্যের পর একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন অনসূয়া মুখোপাধ্যায়। উপভোগ্য সে অনুষ্ঠান। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন, কীবোর্ডে পুলক মন্ডল, এবং তবলায় সুধীন কর্মকার। প্রাক–রবীন্দ্র জন্মদিনে রবীন্দ্র নাথের নানা রূপ উদ্ঘাটিত হল 'সারং'এর এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়। এই মনোরম উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উপহার দেওয়ার জন্য সারংকে কুর্ণিশ।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

রসনির্ঝর

(অরুণোদয় ভট্টাচার্যের রম্য রচনা সঙ্কলন / প্রকাশক প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা–৩২ / দাম ১৬০ টাকা) – ব্যঙ্গমা সাহিত্য সম্পাদকের এটি সপ্তম গ্রন্থ। রক্তমাংসের বিবেকানন্দ আমাদের আরও কাছে এস দাঁড়ান। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (দে মা পাগল কে) ও অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের (খুঁটি পুজো) রম্য রচনা দুটি অনবদ্য ও অকৃত্রিম। সম্প্রতি প্রয়াত কবি অপূর্ব কুমার দত্তের সুদীর্ঘ ছড়াখানি সহসা ইতিহাস হয়ে গেল। এছাড়াও দীপ মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র, তারাশংকর অনবদ্য। রস পাষণ্ড ও সুকুমার মণ্ডলের গল্প দুটি প্রচলিত কাহিনী থেকে আহরিত হলেও আমাদের বিনোদনে ভরিয়ে দিয়েছে। অরুণোদয় ভট্টাচার্য (..নিখুঁতি) ও সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটি (নো মোর) তেমন ভাবে লক্ষ্যভেদ করল কি! কৌতুকীগুলি সুরুচির সীমারেখা লঙ্ঘন করে নি, এই পরিমিতিও নির্মল রসবোধের পরিচয় বহন করে বৈ কি! (পত্রিকার ঠিকানা – ৭১/৩সি, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৯)।

সাজঘর এবং অন্যান্য গল্প

(রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক–এর গল্প সঙ্কলন / প্রিয়শিল্প

অরূপ রতন

প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা–৩২ / দাম ১২০ টাকা) – ১৯ টি ছোটগল্প নিয়ে গড়া এই গল্প সংকলন। মূলতঃ ছড়া ও কবিতা জগতের লেখক গদ্যের জগতেও প্রবেশ করেছেন, এতে লেখকের ব্যাপ্তি বোঝা যায়। গল্প গুলি জীবন থেকে নেওয়া। সমাজের নির্মমতা, রাজনৈতিক দলের গা–জোয়ারী, এবং আরো শত নিষ্পেষণে মানুষের দুর্দশার কথা মরমী ভাষায় তুলে এলেছেন রবীন্দ্রনাথ বাবু।

এক হিসেবে দেখতে গেলে গল্প গুলি বিষাদাক্রান্ত ফলে পাঠকের মনেও ব্যাথার চিনচিনানি ছড়িয়ে পড়ে। মেলোড্রামার আধিক্য কিছুটা বেশীই। সত্যিকারের গল্প কিন্তু নিরাসক্ত, নিরাবেগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেশীর ভাগ গল্পেই অতীত খুঁড়ে দেখার তৈলচিত্র। ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির ওপর অতি–নির্ভরতার ফলে এই লেখকের গল্প বলার কায়দায় বৈচিত্রের তেমন নমুনা দেখা গেল না। অপরাজিতা গল্পের নায়িকা পথ–চলতি সহযাত্রীর কাছে অকারণ প্রগলভ হবে কেন যেমন বোঝা গেল না তেমনি মহাজীবন গল্পের সিংহভাগ জুড়ে আদর্শ শিক্ষকের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পাঠকদের ক্লান্ত করে। বেশীর ভাগ গল্পের বিস্তার সুদীর্ঘ কাল ধরে চলেছে, অথচ ছোট গল্পের শর্তই তো বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের স্বাদ এনে দেওয়ার কথা। সে রকমটা আর হল কই। গ্রন্থটির নির্মাণ পারিপাট্য রয়েছে, প্রচ্ছদ চিত্র–টি নিয়ে কি আর একটু ভাবা যেত না!

– গ্রন্থকীট

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

রবিবাসরীয় ফাইনাল বারবাটিতে

ফেড কাপ জিতে আই লিগের গ্লানি কাটাতে চায় বাগান

অরিঞ্জয় মিত্র

লম্বা একটা অপেক্ষার পর আগামীকাল, রবিবার ফেড কাপ ফাইনালে বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হতে চলেছে মোহনবাগান। গতবার আই লিগে দ্বিতীয় হওয়ার পর এরকমই এক পরিস্থিতিতে ফেডারেশন কাপ জিতে মোহনবাগান দেখিয়েছিল যে তারাও কোনও অংশে কম যায় না। এবারও অল্পের জন্য ফসকে গিয়েছে আই লিগ। গতবারের বেঙ্গালুরুর মতো এবার আবার আইজল এফসি মোহবাগানের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই হাহাকার মেটানোর বড় সুযোগ এসে গিয়েছে সামনে। রবিবাসরীয় ম্যাচে বাগান নাকি ভালো খেলে এসব সংস্কারের কথা শোনা যাচ্ছিল এক সমর্থকের কথায়। বস্তুত ইস্টবেঙ্গলকে উপর্যুপরি দু-দুটি ম্যাচে যে বাগান হারিয়েছে তাও রবিবাসরীয় সন্ধ্যাতেই। সেজন্যই মনে হয় সমর্থকদের প্রত্যাশা আরও দানা বাঁধছে। কলকাতা থেকে কটক পাড়ি জমিয়ে বহু বাগান সমর্থক ম্যাচের উত্তেজনা চাক্ষুস করছেন। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বধের পর যে উল্লসিত সমর্থকদের শ্লোগান শোনা গিয়েছে, 'একের পর এক ডার্বি, খেলবি আর হারবি।' এএফসি কাপ মাঝে চলতে থাকায় ফেড কাপ ফাইনাল পিছিয়েছে এক সপ্তাহ। এতদিন কটকে থাকার কোনও মানেই হয় না। তা বলে কলকাতা উড়ে এসেও প্র্যাকটিসে ফাঁকি দিচ্ছে না সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বলবন্ত, ডাফি, সনি নর্ডি, কাতসুমিরা রীতিমতো নেমে পড়েছেন সঞ্জয় সেনের অনুশীলনে। এমনিতে মোহনবাগানের গত ৪-৫ বছরে যা পারফেরমেন্স তাতে বাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের যে গুরুত্ব ছিল তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। গত ৩ বছর বেঙ্গালুরুর পর এবার পাহাড়ি দল আইজল চাপে ফেলেছে টিম বাগানকে। ফলে গত ৪ বছরে মাত্র একবার আই লিগ এসেছে সবুজ মেরুন তাবুতে। গত দুবার মোহন ব্রিগেড যে আই লিগ রানার্স হয়েছে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া কিই বা বলা চলে। তাও মোহনবাগান যে পিছু না হটে একের পর এক ভালো পারফরমেন্স গড়ে তুলছে এটাই অনেক।

মোহনবাগানের এই লাগাতার সাফল্যের পিছনে এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের চাগাতে সাহায্য করছে। বিদেশি নির্বাচনেও মোহনবাগান কর্তাদের তৎপরতা সবুজ-মেরুনকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছে। সনি নর্ডি, কাতসুমি ইউসারা তো পুরো পরিবারের মতো হয়ে উঠেছে বাগান শিবিরে। ব্যারেটোর পর সনি ও কাতসুমির মধ্যে যে ক্লাব প্রেম ও আন্তরিকতা দেখা যাচ্ছে তা চট করে ময়দানে দেখা মেলে না। ড্যারেল ডাফি ও এডুয়ার্ডোও এই টিমের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে নিয়েছেন। পাশাপাশি জেজে ও বলবন্তের মতো ভারতীয় তারকা দলকে আরও মাইলেজ এনে দিয়েছে। আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে বাগান গত ৩-৪ বছরে দেশের সেরা টিম হয়ে উঠেছে। আরও একটা ব্যাপারে দলের পক্ষে যাচ্ছে। তাহল অহেতুক দল গঠনের ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট বা কর্তারা নাক গলাচ্ছেন না (যেটা ইস্টবেঙ্গলে এখন প্রায়শই ঘটছে)। ফলে সঞ্জয় সেন অনেকটাই স্বাধীনতা নিয়ে দল পরিচালনা করতে পারছেন।

একটা ব্যাপার যেটা আগে ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটত। তাহল চাপে পড়লেই সেরা খেলাটা বের করত লাল-হলুদ বাহিনী। এমন বহু মোহন-ইস্ট ম্যাচ হয়েছে যেখানে রীতিমতো কোণঠাসা অবস্থা থেকে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ বের করে নিয়ে গিয়েছে। অথচ এখন চাপে পড়লে ইস্টবেঙ্গলের সেই চেনা ছবি বের হচ্ছে না, নখদন্তহীন লাগছে লাল-হলুদিদের। তার ওপর বাগানের বিদেশিরা যতটাই শক্তিধর ততটাই দুর্বল আর অযোগ্য ইস্টবেঙ্গলের বিদেশিরা। প্লাজা, বুকেনিয়া, ওয়েডসনরা যে পাতে দেওয়ার মতো বিদেশি নন, সেটা ভালো বুঝতে পারছেন ক্লাব কর্তারা। সমস্যা দূর করতে ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুষার রক্ষিতদের মতো ক্লাব অন্তপ্রাণ সিনিয়রদের মাঠে নামিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তাতে সমস্যা কতটা দূর হবে তা নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞরা। একটাই আশার কথা লাল-হলুদের পক্ষে। সেটা হল মোহনবাগানের সঙ্গে গত ডার্বি ম্যাচে অনেকদিন পর তেড়েফুঁড়ে খেলতে দেখা গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলে। প্রথমার্ধে তো মোহনবাগানকে দাঁড়াতেই দেয়নি লাল-হলুদ। কিন্তু প্লাজাদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণির বিদেশিদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় ঠিক সেটা হওয়াতেই চাপে পড়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। গোলের পর গোল মিস করার মাশুল দিতে হয় লাল-হলুদকে। অথচ দুটি কঠিন সুযোগকে নেটে জড়িয়ে ২-০ ডার্বি জিতে ড্যাং ড্যাং করে ফেড ফাইনালে চলে গেল বাগান।

বুড়ো হাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর সারস্বত সংঘের পরিচালনায় চেতলা অগ্রণী ক্লাব মাঠে গত ২৩ এপ্রিল থেকে শুরু হয় প্রবীনদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। এ, বি, সি, ডি চারটি দলে অংশ নেন ৪৪ জন। ৭ মে ফাইনালে জেতে ডি দল। উপস্থিত থেকে উৎসাহ দেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছবি ডি দলের বিজন দাস রায়ের সঙ্গে করমর্দন করছেন মন্ত্রী।

নদীবক্ষে সাঁতার জনগণের আবেগে, উৎসাহে, উচ্ছ্বাসে পূর্ণতা পেল ১ মে'র সকাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুস্থ সবল শরীর গড়তে সব থেকে সহজতম ও কার্যকরী ব্যায়াম হয় সাঁতার। সেই সাঁতারকে জনপ্রিয় করে তুলতে গৌরীপুর (উলুবেড়িয়া) ইয়ং কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে গত ১ মে হুগলি নদীবক্ষে ১৫ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকেই এলাকায় একটি চাপা উত্তেজনা ছিল। ১ মের সকালে তা বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে পরিণত হল। ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সকলেই নদীর বাঁধে সমাগত হয় সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখতে। ৬০ জন প্রতিযোগী সকলেই প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য সাঁতারু কালীনগর তিব্বতি বাবা বেদান্ত আশ্রমের কাছ থেকে এলাকার বিধায়ক পুলক রায় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিযোগিতা শুরু করেন। শেষ হয় রাঙা মাটির জেটির কাছে। কুমারেশ মন্ডল পেশায় ডাব বিক্রেতা ১৫ মিঃ ২৮.৫৩ সেকেন্ডে শেষ করে করে ১ম পুরস্কার ৫০০০ টাকা জিতে নেয়।

এছাড়াও ৪ জন আর্থিক পুরস্কার অর্জন করে। যারা ১.৫ কিমি জলপথ সম্পূর্ণ করবে তাদের প্রত্যেকের জন্য পদক ও সংশাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ থাকে যে ৬০ মধ্যে ৫১ জন নির্দিষ্ট পথ সম্পূর্ণ করে। সোসাইটির সম্পাদক খোকন রায় এর থেকে জানা গেল যে সোসাইটি অতীতে বহু জনকল্যাণ মূলক এলাকা উন্নয়নে কাজ অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাছে সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এই নদীবক্ষে সাঁতার নবতম সংযোজন। খোকনবাবু বলেন ফুটবল, ক্রিকেট বা অন্যান্য অ্যাথলেটিকসের মতো সাঁতারও একটা বিষয় যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় এই বার্তাটাই গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে দিতে চাই এবং এই উৎসাহ দেখে সরকারি স্তরে যদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবেই আমাদের উদ্যোগ সফল হবে।

সুন্দরবনে ফুটবল প্রতিযোগিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ফুটবল খেলার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হল রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালী ২ নম্বর এর সুখদোয়ানীর ''সুখদোয়ানী আদিবাসী রামকৃষ্ণ সামাজিক উন্নয়ন সমিতি'' আয়োজিত ১৩ ও ১৪ মে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রশান্ত মন্ডল, সমাজসেবী কমল সর্দার, শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক পবন সর্দার, শিক্ষক বাসুদেব সেনগুপ্ত, সুধীর সিং রতন সর্দার, আমতলী পঞ্চায়েত প্রধান বিশ্বজিৎ সর্দার সহ বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বিশেষ কাজের জন্য আসতে না পারায় দুঃখ প্রকা করেছেন। উল্লেখ্য অনুন্নত এই আদিবাসী এলাকায় প্রতিবছর ফুটবল খেলা হলেও এলাকায় সর্বপ্রথম রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। রক্তদান শিবিরে ১৬ জন মহিলা সহ মোট ৫৬ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্ত কিভাবে নেওয়া হয় এলাকায় কারোর জানাই ছিল না। এলাকার

গৃহবধূ অনিতা সর্দার জানান— 'রক্ত দিতে তেমন কোনও কষ্ট হয়নি রক্তদান করে খুবই ভালো লাগছে। আসলে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তার উপর সচেতনতার অভাব থাকায় আমরা অন্ধকার জগতে বাস করছিলাম। আজ এই রক্তদান শিবির আমাদেরকে সচেতন করে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিয়েছে।'' এছাড়া চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ৮৮ জন চক্ষু পরীক্ষা করান, অন্য দিকে ১৬ দলের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ''সুখদোয়ানী আদিবাসী রামকৃষ্ণ সামাজিক উন্নয়ন সমিতির হাতে নগদ অর্থ সহ ট্রফি তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার দেবাশিস বৈরাগী এবং রানার্স দল দুর্গামন্ডপ ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘকে নগদ অর্থ সহ ট্রফি প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষক ক্ষুদিরাম সর্দার।

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম রক্তদান শিবির এবং ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যান। আয়োজক কমিটির সম্পাদক কমল সর্দার জানানা আগামী দিনে আরও বড় মাপের অনুষ্ঠান করা হবে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

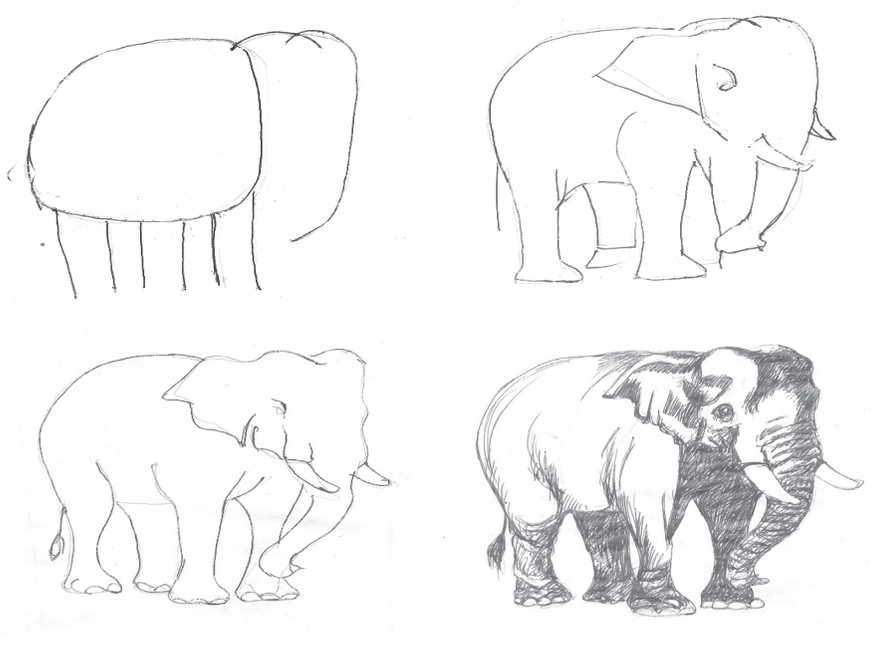

ধাঁধা

জল থেকেই জন্ম যার,
জলেই প্রাণময়
আজন্ম জলেই সাঁতার
তবু নয় জলজন্তু
আকাশে উড়ে বেড়ায়
ডানা নাহি কিন্তু।

ধাঁধা পাঠিয়েছেন মেখলা সরকার

গত সংখ্যার উত্তর : শাবল

উত্তর পাঠিয়েছেন শ্রেয়া দাস, হরিতলা কলোনী, বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা, বয়স ৮ বছর

উত্তর পাঠাও এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপের-এর মাধ্যমে ২০ মে থেকে ২৬ মে-এর মধ্যে ৯০৬২২০১৯০৬ এই নম্বরে। পাঠাতে পার আমাদের ইমেল আইডিতে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। তোমরাও ধাঁধা পাঠাতে পার।

নদী

নীপা চক্রবর্তী

নিঃশব্দে কুল কুল
বয়ে চলেছে একূল ওকূল
উপছে পড়া ঢেউ
তল পাবি না কেউ।
যদি দেখিস দূর থেকে
চোখ ফেরাতে পারবি না যে
অপরূপ রূপ মাধুরী
গুণের কথা নাই বা ধরি।

হোমাগ্নি প্রকাশ ঘোষ, পঞ্চম শ্রেণি, বি ডি এম আই

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com